কাব্য-রেণু

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত বিরচিত

অনিত্যতা, অনুতাপ, আত্ম-নিবেদন,
ভীমরথি-ধরা প্রাণে উঠে অনুক্ষণ,
সুখ-দুঃখ শোক-তাপ, যা করেছি পুণ্য-পাপ,
তোমারই চরণে দেব! করিনু অর্পণ।

কলিকাতা

বঙ্গাব্দ ১৩৩৭

শ্রীহরিদাস দত্ত
প্রকাশক
১নং শিকদার পাড়া লেন,
কলিকাতা

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
বসুমতী-বৈদ্যুতিক রোটারী মেসিনে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত

উৎসর্গ-পত্র

পরলোকগত বাল্য-সখাগণের

স্মৃতি-তর্পণ

গোকুল বলাই, নিতাই, নিমাই,
গোরা, ঠাকুরদাস, মহেন্দ্র, নবাই,
আর যারা ছিলে, চলে গেছ ভাই,
একা প'ড়ে আছি, এ ঘোর সংসারে।

বেঁধেছিনু হিয়া তোমাদের সনে,
সরল-পবিত্র প্রেমের বাঁধনে,
মধুময় স্মৃতি সদা জাগে মনে,
যদিও তোমরা গেছ পরপারে।

তোমাদের সেই 'গ্রুপ-ফটোখানি',
টাঙায়ে রেখেছি শয্যা-গৃহে আনি,
নিত্য তাহা দেখি, কি হেতু না জানি,
গণ্ড বহি ঝরে তপ্ত অশ্রুকণা।

মনে পড়ে কত কথা ছেলেবেলা—
ক্ষণে আড়ি-ভাব, হুটোপাটি খেলা,
পাঠে অবহেলা, বাগানেতে মেলা,
চড়িভাতি আর গাহনা-বাজনা।

পিতা-মাতা স্বর্গে, হারায়েছি স্নেহ,
পত্নী পরলোকে, বন্ধু নাই কেহ,
রোগ-শোকে ভগ্ন, জরা-জীর্ণ দেহ,
বুদ্ধি-স্মৃতি লুপ্ত, দৃষ্টি-শক্তি-হীন।

কেনা-বেচা শেষ এ ভবের হাটে,
একা আছি ব'সে বৈতরণী ঘাটে,
এ তিক্ত জীবন স'পি চিতা-কাঠে,
(কবে) তোমাদের দলে হইব বিলীন ?

তোমাদেরই
পুলিন।

কাব্য-রেণু

পৌরাণিক

আমি কবে যাবো হরি-দরশনে ?
সুমতি তিতিক্ষা দুই সহচরী সনে।
বিবেক মুরলী-নাদে, আকুল পরাণ কাঁদে,
তেয়াগিয়া ভোগ-সুখ মায়ার বন্ধনে।
ছাড়ি গৃহ-ধন-জন, বিশুদ্ধ হইবে মন,
এ জীবন সমর্পণ কান্তের চরণে।
শ্রদ্ধার যমুনা-জলে ডুবে রব কুতূহলে,
পরিহরি কুলমান, লজ্জার বসনে
আমার প্রাণের বঁধু, কুসুমে ঢেলেছে মধু,
গগনে অনন্ত জ্যোতি, সুগন্ধ চন্দনে।
কলকণ্ঠে বিহঙ্গিনী, তাঁরি গুণ গায় শুনি,
স্নিগ্ধ সুকোমল স্পর্শ মলয়-পবনে।
প্রেম নাই যার প্রাণে, এ রস সে কি বা জানে ?
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ভজিব গোপনে।
আমি রাধা সেবা-দাসী, প্রাণনাথে ভালবাসি,
সে চরণ গতি মুক্তি, জীবনে মরণে। ১

আমি ধেয়ে মরি বনে বনে
বিরহ-বিধুরা গোপিকার মত,
হরিপদ অন্বেষণে।

মায়ার আঁধার এ ঘোর সংসার,
পাপের কণ্টক ফুটে অনিবার,
গৃহকর্ম্ম শুধু সুখ আপনার,
ভুলিয়াছিলাম দারা-সুত-ধনে।

মধুর মুরলী কে শুনালে কানে,
ভক্তির অমৃত ঢালিল এ প্রাণে ;
বিহ্বল করিল তাহার সন্ধানে,
যিনি প্রাণ-সখা জীবনে মরণে।

কাছে আছেন তিনি দেখিতে না পাই,
অন্ধের সমান ঘুরিয়া বেড়াই,
কে জানিস্ তোরা ব'লে দে না ভাই,
সঁপিব সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে।

এ কামনা মোর হবে কি সফল,
বিষয়-বাসনা ঘুচিবে সকল,
হরি হরি ব'লে হইব পাগল,
কায়মনোবাক্যে ভজিব সে জনে। ২

[কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের অনুসরণে]

মা গো! এসো একবার,
পাপেতে মলিন বড় হৃদয় আমার।

নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি সনে, পরাজিত প্রায় রণে,
তুমি বিনা জননী গো কে করে উদ্ধার!
যখনি ধর্ম্মের গ্লানি, পাপেতে কাতর প্রাণী
অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে হও অবতার।

একদিন অযোধ্যায় দেখাইলে রঘুরায়,
পিতৃভক্তি, সত্যব্রত, পালন প্রজার।
নৃশংস রাক্ষস-বংশ, স্বহস্তে করিলে ধ্বংস,
বীরবেশে ঘুচাইলে ধরণীর ভার।

একদা যমুনা-কূলে, মুরলী-নিনাদ তুলে
প্রেমভক্তি শিখাইলে ব্রজ-গোপিকায়।
কুরুক্ষেত্র-রণ-মাঝে, পার্থের সারথি সাজে,
পাষণ্ডমণ্ডল দ'লে ধর্ম্মের প্রচার।

ভীম হিমাচল-তলে, জন্মি রাজপুত্র ছলে
ত্রিতাপের ঘোর জ্বালা, করিতে নিবার।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম, শিখালে নিষ্কাম কর্ম্ম
ইন্দ্রিয় সংযম ব্রত, কামনা সংহার।

জেরুজিলমেতে পুন, গাহিলে শান্তির গুণ
স্বার্থত্যাগ, সখ্য, সাম্য, দীনতা বিস্তার।
আপন শোণিত দিলে, সহিষ্ণুতা শিখাইলে,
ঘাতুকেরে ক্ষমা দেখে মোহিত সংসার।

আরবের মরুভূমে, পাপ-কদাচার-ধূমে
উষ্ট্রপালকের বেশে আসিয়া আবার।
ভাগবত রূপ ধরি, কোরাণ রচনা করি,
অধর্ম্মের ভ্রান্ত ভাব করিলে সংস্কার।

মা গো! তুমি পুনরায়, দেখা দিলে নদীয়ায়
দীন ব্রাহ্মণের গৃহে মূর্ত্তি করুণার।
জীবে দয়া নামে রুচি, আচণ্ডালে কৈলে শুচি,
কান্তভাবে শান্ত প্রাণে জীবের নিস্তার।

মা গো! তুমি কত স্থানে, বিকাশ মানব-প্রাণে
শঙ্কর, নানক, মীরা, কবীর, লুথার।
পাপ করি নিবারণ, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন
তাই যাচি পাপধ্বংসী চরণ তোমার। ৩

এসো মা রণরঙ্গিণী, চিত্তক্ষেত্র রণস্থলে,
দুর্ম্মতি দুর্নীতি-দৈত্য দম্ভ করে মহাবলে।
ছটা অস্ত্র লয়ে সঙ্গে যুঝিতেছে নানা রঙ্গে
আকুল অস্থির প্রাণ বিলুণ্ঠিত ধরাতলে।

ভেদিয়া ধৈর্য্যের বর্ম্মে, বেঁধেছে সেনানী ধর্ম্মে
বুদ্ধি বিদ্যা গজ বাজী পরাস্ত হলো সদলে।

মহিষাসুর্ অহংকার, ছাড়িতেছে হুহুঙ্কার
মায়ার কারায় পোরে বাঁধিয়া পাপ-শৃঙ্খলে।
আর যে উপায় নাই, অভয়ে! সভয়ে তাই
কাতর সন্তান ডাকে, ভাসিয়া নয়ন-জলে

দানবদলনী বেশে নিস্তারিণী তুমি এসে
জ্ঞান-খড়্গ হান তারে, বিবেক-চরণে দলে।
শক্তি-নাগপাশে বেঁধে, অনুতাপ-শেল বিঁধে
মহিষমর্দ্দিনীরূপে বিহর হৃদি-কমলে।

বৈরাগ্যের দীপ জ্বালি, সংযম-কুসুমাঞ্জলি
শ্রদ্ধা-বিল্বদল দিয়া পূজি ভক্তি-গঙ্গাজলে।
মোহ-ছাগ বলিদান, চণ্ডীপাঠ স্তোত্র গান
শান্তি হোম ফোঁটা যেন, শিরে ধরি কুতূহলে। ৪

মাতৃভক্তি—শ্রীমন্ত

কর্ত্তব্য-পালনে পিতৃ-অন্বেষণে
চলেছি সিংহলে জননী-আজ্ঞায়।
আসি কালিদহে এ কি ব্যাত্যা বহে!
না জানি কি করি না দেখি উপায়।

শিরে ঘনঘটা ঘোর অন্ধকার,
ভীম প্রভঞ্জন ছাড়ে হুহুঙ্কার
উত্তাল তরঙ্গ অকূল অপার,
জল-স্থল কিছু দেখা নাহি যায়।

ভাঙ্গিয়া মাস্তুল উড়ে গেছে পাল,
শিথিল-বন্ধন ছুটে যায় হাল,
হাঁকিছে কাণ্ডারী সামাল সামাল.
মাঝি-মাল্লাগণ কম্পিত শঙ্কায়।

সংক্ষুব্ধ জলধি ডোবো ডোবো পোত
পাটাতন ভাসে বহে জলস্রোত
অশনি ঝঞ্ঝনা বিজলী বিদ্যোত
সবে মিলে বুঝি প্রলয় ঘটায়।

আজি বুঝি আর নাহি পরিত্রাণ,
কৈশোরে জীবন হবে অবসান,
জন্মিলে মরণ (বিধির বিধান)
এক দিন হবে, খেদ কিবা তায় ?

তবে কেন এত হতেছি কাতর ?
মনশ্চক্ষে আসে, উজানি নগর,
প্রিয় জন্মভূমি আবাস-ভিতর
কাঁদিছেন মাতা লুটায়ে ধূলায়।

ওই যে জননি পতি-বিরহিতা
সপত্নী-তাড়িতা, স্বজন-লাঞ্ছিতা
বিনা অপরাধে হিংসা-কলঙ্কিতা
মলিন-বসনা জীর্ণ-শীর্ণ কায়।

আমি মাত্র তাঁর ভরসা কেবল,
জীবনে বন্ধন, সংসারে সম্বল,
মার উষ্ণ শ্বাস, তাঁর অশ্রু-জল
আমি বিনা হায় কে আর মুছায়।

আহা! ভাল কথা প'ড়ে গেল মনে,
বিদায় যখন লইনু চরণে,
বলেছিলেন তিনি সস্নেহ-বচনে,
বিপদসময়ে ডাকিতে দুর্গায়।

হা ধিক্! ভুলিয়া মাতৃ-উপদেশ
ঘটেছে বিপদ, তাই এত ক্লেশ
আর ভাবি কেন দুঃখ হবে শেষ,
স'পি মন-প্রাণ তারিণীর পায়।

এসো মা অভয়ে, ডাকি গো সভয়ে,
বিপদসময়ে দয়াবতী হয়ে,
কাতর তনয়ে ত্রাহি পদাশ্রয়ে,
অতি দীন-হীন আমি অসহায়।

জল, স্থল, ব্যোম, বিশ্বচরাচর,
তোমারি সৃজিত, তোমারি কিঙ্কর,
উন্মাদ সংগ্রাম, সম্বর, সংহর,
ভেসেছি অকূলে তব ভরসায়।

জননীর আজ্ঞা এ কি চমৎকার!
থেমেছে ঝটিকা, দিক পরিষ্কার
বাহ বাহ তরী, ওহে কর্ণধার,
ঘুচেছে সঙ্কট শঙ্করী-কৃপায়।

খুঁজিব সিংহলে, জনক কোথায়?
গৃহে লয়ে যাব ধরি তাঁর পায়—
আশা-পথ চেয়ে জননী যথায়
উজলিবে সেথা হাসির ছটায়।

শুন হে শ্রীমন্ত! তোমারি মতন
আমরাও যেন জননী-বচন
বিপদে সম্পদে করিয়া পালন
নিশি-দিন ডাকি সর্ব্বমঙ্গলায়। ৫

ধ্রুব

(সকাম-সাধনা)

কোন্ দিকে যাই ? ভাবিয়া না পাই,
এ যে ঘোর বন, নিশি অন্ধকার।
শীতে কাঁপে কায়, কাঁটা ফুটে পায়,
দুরু দুরু হিয়া, পথে চলা ভার।

চারিদিকে দেখি বন্য পশুগণ—
বিশাল শরীর, করাল বদন,
বিকট গর্জ্জনে করে আস্ফালন,
এ উহারে ধ'রে করিছে আহার।

কেন জীবে জীবে এত হিংসা-দ্বেষ ?
কেন বলবান্ ক্ষীণে দেয় ক্লেশ ?
নাহি কি মমতা ? নাহি দয়া-লেশ ?
কঠোর সংসারে এ কি অত্যাচার !

আজিকে প্রভাতে গেলেম যখন
পিতার চরণ করিতে বন্দন
কোলে ল'তে তিনি বাহু প্রসারণ
খুলিলেন যেন স্নেহের দুয়ার।

হেন কালে সেথা আসি সুয়ারাণী
তাড়াইল মোরে বলি কটু বাণী
কি যে অপরাধ করেছি না জানি ?
পিতৃ-ক্রোড়ে যেতে নাহি অধিকার ।

হায় ! এ সংসারে আমার মতন,
জনকের স্নেহে বঞ্চিত ক'জন !
বিমাতার শেল পরুষ বচন—
মরমে বিঁধিয়া করে হাহাকার ।

কহিনু সে দুঃখ মা'র কাছে গিয়া,
মধুর বচনে মোরে প্রবোধিয়া
নীরবে উত্তপ্ত অশ্রু উথলিয়া
জানাইল তাঁর বেদনা অপার ।

'ওরে বাছা ধ্রুব' (বলিলেন তিনি)
নাহি পুণ্যবল আমি অভাগিনী,
তাই দুঃখ পাই দিবস-যামিনী,
নাহি পূর্ব্বজন্মে সুকৃতি আমার !

ভাবি নাই বুঝি হরির চরণ,
ডাকি নাই পদ্মপলাশলোচন
তাই মোরে বাম শ্রীমধুসূদন
অভাগা সন্তান অভাগী মাতার ।

দোলাইয়া মোরে স্নেহময় কোলে,
ভুলালেন তিনি সুমধুর বোলে,
ঘুমালে জননী আসিলাম চ'লে,
হরির সন্ধানে খুঁজিব সংসার।

কোথা থাকেন হরি, শ্রীমধুসূদন,
দয়াময় পদ্মপলাশলোচন ?
জান যদি বল ওহে তরুগণ,
কোথা গেলে দেখা পাইব তাঁহার।

জান যদি বল ওহে সমীরণ,
ওগো বিভাবরি ! পশু-পক্ষিগণ !
চেন কি তাঁহারে ? কোথায় আগার ?
বড় আশা হলো মায়ের কথায়,
খুঁজিয়া দেখিব সে হরি কোথায় ?
দেখাব হরিরে কত যাতনায়—
এ পোড়া পরাণ জ্বলে অনিবার।

হরিরে ভজিলে পায় ধন-জন,
ছত্র-দণ্ড আর রাজ-সিংহাসন,
হয় শত্রু-জয়, বাসনা-পূরণ,
রোগ-শোক ক্ষয় বিপদে উদ্ধার।

হরিরে ডাকিব করি প্রাণপণ,
একাগ্র-হৃদয়ে মন্ত্রের সাধন,
হয় হবে তায় শরীর-পতন
অবসান হবে তীব্র যাতনার।

আপনি হাসিব, মায়েরে হাসাব,
হরির প্রসাদে রাজ্য-ধন পাব,
সগৌরবে আমি পিতৃ-ক্রোড়ে যাব,
থোঁতা মুখ ভোঁতা হবে বিমাতার।

প্রহ্লাদ

(নিষ্কাম-সাধনা)

হরি দয়াময় মঙ্গল-নিলয়
বুঝেও বোঝে না কেন জীবগণ ?
ভুলিয়া মায়ায় আহার-নিদ্রায়
অহংজ্ঞানে মত্ত থাকে অনুক্ষণ !

যাঁহার ইচ্ছায়—এ বিশ্ব-সংসার
হয়েছে, রয়েছে, হইবে সংহার,
বোঝে না খোঁজে না শ্রীচরণ তাঁর
ভজে না, মজে না, নির্ব্বোধ এমন !

দুদিনের তরে হেথা আসে যায়
পবন-হিল্লোলে তরঙ্গ খেলায়
তবু দম্ভ করে, এ যে বড় দায় !
বিষয়-সম্ভোগে রহে অচেতন।

হায় রাজ্যমদে জনক আমার
কত শাস্তি মোরে দেয় বারে বার,
হরির কৃপায় পেয়েছি নিস্তার,
তাই তাঁরে বলে বিপদভঞ্জন।

উত্তপ্ত অনল হইল শীতল,
অমৃতের কাজ করিল গরল,
পাষাণ ভাসিল, ছিঁড়িল শৃঙ্খল,
বশীভূত হোলো প্রমত্ত বারণ।

করি হরিনাম এই অপরাধ ?
পিতা হয়ে পুত্রে ঘটান প্রমাদ,
যত ক্লেশ পাই হরি-প্রেমাস্বাদ,
ততই মধুর জুড়ায় জীবন।

যে যেখানে আছ পশু-পক্ষী নর,
রবি, শশী, তারা, বিশ্ব-চরাচর,
হরি হরি ব'লে ডাক নিরন্তর
হরি-প্রেমে মজ সঁপ কায়-মন

অনিত্য অলীক ঐহিক কামনা,
হরির চরণে কোরো না প্রার্থনা,
হরি-প্রীতি তরে হরি-উপাসনা,
হরি-প্রেমানন্দে থাক রে মগন।

আমি কেহ নই হরি কর্ণধার,
তাঁহারি ইচ্ছায় চলে এ সংসার,
সুখে দুঃখে সদা তাঁরে দিয়া ভার,
নিষ্কাম-হৃদয়ে কর রে সাধন।

তবু কেন লোকে 'আমি আমি' করে ?
সে আমিত্ব থাকে কতক্ষণ তরে ?
আঁখি পালটিতে আমি-গর্ব্ব হরে,
নিভে যায় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ মতন।

হরিপদে যদি রাখ দৃঢ় মন,
বিপদে সম্পদ হবে সংঘটন,
বুঝিবে তখন নিগূঢ় কারণ
উন্মীলিত হবে ভক্তির নয়ন।

আজি বিপরীত যাহা জ্ঞান হয়,
পরিণামে তাহা মঙ্গল নিশ্চয়,
হরির এ খেলা, হরি লীলাময়,
সুখ দুঃখ শুধু শিক্ষার কারণ।

জলের বুদ্‌বুদ মিশাইবে জলে,
পঞ্চ-ভূতে সত্য দেহ যাবে চ'লে,
আত্মা অবিনাশী, নিজ কর্ম্মফলে,
সুকৃতি দুষ্কৃতি ভুগিবে আপন।

হরি সর্ব্বব্যাপী, যেতে হয় না বন,
ঘরে ব'সে চলে ভজন-সাধন,
বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান নাহি প্রয়োজন,
তাঁরে কর মাত্র আত্ম-সমর্পণ। ৬

পারমার্থিক

কোথা স্বর্গ, নরক কোথায় ?
এ লোকে কি লোকান্তরে বোঝা বড় দায়।

যে মানব ইহলোকে, সমভাব হর্ষে শোকে,
ঈশ্বরে নিবিষ্ট চিত্ত, সদা সুস্থকায়।
সন্তোষ-অমৃত পানে, পরিতোষ যার প্রাণে,
তাহারি স্বরগ-ভোগ থাকিয়া ধরায়।
যে জন রিপুর দাস, রুগ্ন দেহ বার মাস,
পাপের পিচ্ছল পথে নিরন্তর ধায়।
অশান্তি-গরল ঢালা, হৃদয়ে কঠোর জ্বালা,
তাহারি নরক-ভোগ থাকিয়া হেথায়।

আমি কোথা যেতে কোথা এলাম গো ?
গহনে ঘুরিয়া কিবা ফল পেলাম গো।
না জানি কি ঘুম-ঘোরে, বাঁধি কি কুহক-ডোরে,
প্রবল প্রবৃত্তিস্রোতে ভেসে গেলাম গো।
না মিটিল কোন আশা, না ছুটিল এ পিপাসা.
ভোগের দহনে শুধু জ্ব'লে মলাম গো। ৭

মসীবিন্দুপ্রায়, দেখি পাখী উড়ে যায়,
অগাধ অসীম, নিবিড় নীলিম অনন্ত গগন-গায়।
কভু দেখি তার পাখা, সোনার কিরণ ঢাকা
কভু বা কালিমা-মাখা মেঘের ছায়ায়।
আমরাও সেই মত, ঘুরি ফিরি অবিরত
কখন আমোদে হাসি (কভু) কাঁদি যাতনায়।
হিংসা, দ্বেষ, দয়া, মায়া, অলীক আলোক, ছায়
কেবলি দেহীর ধর্ম্ম স্পর্শে না আত্মায়। ৮

(আমি) ডাকবো না আর মা বোলে।
(এতো) লুটিয়ে মাটী কাঁদি-কাটি
তবু তো তুই নিস্ নে কোলে।
ছটা শত্রু দিয়ে পিছে,
অভয়া নাম ধরিস্ মিছে,
মায়ার শেকল বেঁধে কেবল
ফেলেছিস্ তুই যত গোলে।

আমার যদি কর্ম্মফল,
তোরে কেন ডাকি বল ?
যা হবার তাই হবে তখন
অহংজ্ঞানে যাই চোলে। ৯

তুমি যা গড়েছ আমায় আমি তো হয়েছি তাই,
পাপী হই, সাধু হই, তোমা ছাড়া গতি নাই,
তুমিই তো কারিগর, এ দেহ কি এ অন্তর,
সদসদ্ বৃত্তিগুলি পেয়েছি তোমার ঠাঁই।

সুমতি কুমতি যাহা, তুমিই তো দিতেছ তাহা,
অদল বদল করি হেন শক্তি কোথা পাই।
অহং বুদ্ধি তোরি মায়া, আলোকের তলে ছায়া,
লীলাময়ি ! তোরি খেলা অহংজ্ঞানে খেলে যাই। ১০

দিন চ'লে যায়, পলে পলে আয়ু ক্ষয় পায়।
সে তো দাঁড়ায় নাকো কা'রো অপেক্ষায়।

দুর্য্যোধন সিংহাসনে, যুধিষ্ঠির বঞ্চে বনে,
কেহ হাসিমুখে, কেহ নয়নধারায়,
কাহারো বদনে সুধা, কাহারো জঠরে ক্ষুধা,
কেহ বলদৃপ্ত, কেহ ব্যাধিতে লুটায়।

যাহার যেমন ভাগ্য, ভোগে মতি কি বৈরাগ্য,
অবিরাম গতি, কালস্রোতে ভেসে যায় !
যখন যে ভাবে থাকি, এক ভাবে যেন ডাকি,
দুর্লভ মানবজন্ম যাঁহার কৃপায়। ১১

(আমার) আঁধার হৃদিকন্দরে, আয় গো মা আলো ক'রে,
(তোমার) পতিত-পাবন, অভয় চরণ, দেখি যেন প্রাণ ভ'রে

জপ তপ পূজা ধ্যান, নাহি মোর কোন জ্ঞান,
কিসে পাব পরিত্রাণ ? কাঁদি তাই সকাতরে।
পাপেতে মলিন মতি, সতত কুপথে গতি,
না হলে মা ! দয়াবতী, কে তরাবে এ পামরে ? ১

জীবন-তরণী ভাসে অদৃষ্ট-সাগরে
মানুষের সাধ্য কিবা ব্যতিক্রম করে ?
গ্রহ সুপ্রসন্ন যার, ধূলা-মুঠা সোনা তার,
সুবাতাসে লয়ে যায়, সৌভাগ্য-বন্দরে।

বিধি যার প্রতি বাম, ঝড় তুফান অবিশ্রাম,
ঘূর্ণ বায়ু, চোরাবালি, চক্রদহে মরে।
বিদ্যা-বুদ্ধি লোপ পায়, পোড়া সোল পালিয়ে যায়
মাতৃক্রোড়ে বাঁধি বৎসে, অন্যে দুগ্ধ হরে। ১

কত কাল দোলাবি মা সংশয়-দোলায় ?
আশা-ভয় দুই দিকে টানে দুজনায়।
কত না মধুর ভাষা, শুনায় কুহকী-আশা,
রূঢ় ভয় পাড়ে গালি কটু রসনায়।

অবোধ হৃদয় হায় ! এ দিকে ও দিকে চায়
কোন্ দিকে যাই মা গো ! না বুঝি উপায়।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুটো, কোন্‌টা সাচ্চা কোন্‌টা ঝুটো ?
সত্যপথে—নিয়ে যা মা, আমি অসহায়। ১৪

মা গো ! তোমারি ইচ্ছায়—
সুখ দুঃখ নিরবধি ঘুরে এ ধরায়।
কখন উপরে উঠি, কভু নীচে পড়ি লুটি,
একভাবে চিরদিন কাহারো না যায়।

কেহ রোগী, কেহ সুস্থ, কেহ ধনী, কেহ দুস্থ,
অদৃষ্টের ঘোরচক্রে মানবে ঘুরায়।
যে ভাবে থাকি না কেন, তোমারে ভুলি না যেন
ও চরণে চিরদিন রেখো মা আমায়। ১৫

কেন দোষ গো আমায় ?
ভেসেছি প্রবৃত্তিস্রোতে ঘটনা-বাত্যায়।
উপরে অদৃষ্ট-মেঘ, কুসঙ্গ পবন-বেগ,
বাসনা-ভাঁটার টানে টেনে নিয়ে যায়।

মায়া-নদী সুগভীর, মন-তরী নহে স্থির,
ধৈর্য্য-পাল, ধর্ম্ম-হাল, ছিন্নভিন্নপ্রায়।
বিষয়ের ঘূর্ণাপাকে, প্রাণ পরিত্রাহি ডাকে,
ভবের কাণ্ডারী বিনা নাহিক উপায়। ১৬

জীবনের শেষ দিন আজ।
ফুরায়ে এসেছে বেলা, সাঙ্গ এ ভবের খেলা,
কর্ম্মক্ষেত্রে অবসান হুটোপাটি কাজ,
ডাক্তার টিপিয়া নাড়ী, চ'লে গেল মাথা নাড়ি,
অশ্রুপ্লুত দারা-সুত আত্মীয়-সমাজ।
অবশ হতেছে অঙ্গ, দৃষ্টি-শ্রুতি-স্বরভঙ্গ
নাভিশ্বাস, স্পন্দহীনপ্রায় হৃদিমাঝ।
দণ্ড দুই আছে বাকি, উড়ে যাবে প্রাণপাখী,
পাঁচেতে মিশাবে দেহ ধরি পঞ্চ সাজ।
অন্তিমের এ সময়, দেখা দাও দয়াময়,
পতিতপাবনরূপে হও হে বিরাজ।
তোমারি মায়ায় মেতে, ঘুরিয়াছি দিনে রেতে,
বুঝি নাই ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভাবি নাই লাজ।
সদসৎ এ জীবনে, করেছি যা, ও চরণে,
অর্পিয়া নির্ব্বাণ যাচি ওহে বিশ্বরাজ! ১৭



যত দিন যায় ভোগ-লালসায়,
ধেয়ে মরি শুধু আকুল প্রাণে।
ছুটে না দুরাশা, মিটে না পিপাসা,
ভেসে যাই যেন লোভেরি টানে।

অবোধ শৈশব কাটিল খেলায়,
গোঁয়ানু যৌবন মাতি প্রমদায়,
ধন-মান লাগি এ বৃদ্ধ দশায়,
লালায়িত চিত বিষয় পানে।

কতবার ভাবি বসিয়া বিজনে,
একাগ্র হৃদয়ে মুদিত নয়নে
অন্য চিন্তা ছাড়ি মুক্ত-সঙ্গ মনে
যে কদিন বাঁচি তাহারি ধ্যানে।

এ কি হতভাগ্য অদৃষ্ট আমার,
বিষয়-বাসনা এ কি রে দুর্ব্বার
ভোগের শৃঙ্খল ভাঙা বড় ভার,
ফিরে ঘুরে কেন বাসনা আনে ?

কত দিনে মা গো! করিবি নিষ্কাম,
নিশিদিন যেন জপি তোর নাম,
সর্ব্বভূতে তোরে হেরি অবিরাম,
বিভোর হইব মহিমা-গানে। ১৮

বড় খটকা লেগেছে মা গো! মনেতে আমার,
কোন্ পথে যাওয়া শ্রেয় ঠাউরে উঠা ভার।
রাজনীতি শাস্ত্র বলে, কৌশলে কি ছলে বলে,
'আত্মানং সততং রক্ষেৎ' স্বকার্য্য উদ্ধার।
স্বার্থ লয়ে নাড়া-চাড়া, ঐহিকের তোলা-পাড়া,
আত্ম তুষ্টে জগৎ তুষ্ট ঘোর অহংকার।
ধর্ম্মশাস্ত্র পুনঃ কয়, ইহলোক কিছু নয়,
দুদিনের ধন মান, অস্থায়ী অসার।
সম দুঃখ, স্বার্থ, ত্যাগ, বিশ্বপ্রেমে অনুরাগ,
আত্মবিসর্জ্জনে কর পর-উপকার।
মা গো! কোন্ পথে যাই, ওলোট পালট খাই,
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-দহে ঘুরি চক্রাকার।
যখন যে ভাব উঠে, সেই স্রোতে পড়ি লুটে,
জোয়ার ভাটার টানে ভাসি অনিবার।
নাহি জ্ঞান, নাহি শক্তি, হৃদয়ে দেহি মা ভক্তি
সংশয় ঘুচায়ে কর পামরে উদ্ধার। ১৯

হৃদয় চঞ্চল ইন্দ্রিয় প্রবল
মন স্থির কভু হোলো না হোলো না,
আমি অসহায়, না দেখি উপায়
কি ক'রে তোমায় ডাকি, মা বলো না।

একান্তে নির্জ্জনে বসিলে পূজায়,
বিষয়-বাসনা জঞ্জাল ঘটায়,
কোথা যেতে মা গো! কোথা লয়ে যায়,
জ্বালাতন করে, ঐহিক কামনা।

তুমি যদি মা গো! নাহি দাও বল,
এ জীবন তবে যাইবে বিফল,
কার কাছে আর কাঁদিব তা বল?
কার পদ আর করিব সাধনা?

তুমি ছাড়া আর অন্য গতি নাই,
তুমি ছাড়া আর কিছুই না চাই
সকাতরে তোরে ডাকি মা গো! তাই
অধমতারিণি! কোরো না ছলনা

মায়ার বন্ধন করো মা! ছেদন,
সুখ দুঃখ সব দিয়া বিসর্জ্জন—
ও চরণে প্রাণ করি সমর্পণ,
ঘুচে যাক যত অলস বাসনা।

ছি! ছি! এ কি রে বালাই!
অহংকারে আপনারে কেন ভুলে যাই?
নিজে থাকি কাচ-ঘরে, ঢেলা মারি অন্য পরে,
সমবেদনায় কেন প্রাণ মজে নাই?

কণ্টক ফুটিলে পায়, নিজে ব্যথা পাই তায়,
অপরের বেদনায় ফিরে নাহি চাই।
করে ধরি ধনুর্ব্বাণ, লম্ব অসি খরশাণ,
হরিতে পরের প্রাণ উদ্যত সদাই।
নিজের পোষণ তরে, অপরে শোষণ ক'রে,
হাসিমুখে আত্মসুখে কামনা মিটাই।
পেয়েছি মানব-কায়, বিদ্যা বুদ্ধি ভরি তায়
কি জ্ঞান লভিনু হায়! শিখিনু কি ছাই।
এ কি লজ্জা! এ কি ঘৃণা! বুঝি না সমবেদনা,
এই কি রে মনুষ্যত্ব? এই কি ভাই ভাই? ২১

জীবনের পরিণাম, ভেবে দেখ্ রে মন,
যৌবনের লম্ফ-ঝম্প থাকে কতক্ষণ?
রাম লক্ষ্মণ যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণার্জ্জুন মহাবীর,
জীবনের শেষ দিনে কি হলো তখন?
জগজ্জয়ী সেকেন্দর, নীরো কি জুলিয়স্ সীজর,
ঘাতুকের ঘোর চক্রে ত্যজিল জীবন।
চঙ্গিস খাঁ ভারতে আসি, কাটি নর-মুণ্ডরাশি,
গড়েছিল পিরামিড, কোথায় সে এখন?
তৈমুর, মামুদ, গিজনী, নাদীর, আমেদ্সা দুর্ণি,
শোণিতের হ্রদমাঝে হোল নিমগন।

দিগ্বিজয়ী সে সম্রাট, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট
হেলেনার কারাগারে মুদিল নয়ন।
সিরাজোদ্দৌলা, বক্তিয়ার, মিরন্ কোথা গেল আর,
রণ-রাহু কৈশোরের চির নির্ব্বাসন।
শাণিত অসির দ্বারা, উচ্চপদে ওঠে যারা,
হায় রে! অসির ঘায় তাদের পতন।
মন রে! তাই গর্ব্বমদ, ত্যজ তুচ্ছ উচ্চ পদ,
সতত সন্তোষ-রসে থাক রে মগন। ২২

তোমারি মায়াতে মোহিত হইয়া,
জননি! তোমারে ভুলিয়া থাকি।
অপার বাসনা, সকাম সাধনা,
বিপদে পড়িলে তখনি ডাকি।

সম্পদ-সময়ে ঘোর অহংজ্ঞান,
আমি দাতা, কর্ত্তা, কৃতী, বুদ্ধিমান্,
ত্রিভুবনে কেবা আমার সমান,
অহংকারভরে লোহিত আঁখি!

বিপদ-সময়ে না পাই উপায়,
অহংকার টুটে করি হায়! হায়!
তোমারি কৃপায় পড়ি তোর পায়,
তোমারে চিনিতে থাকে না বাকি।

আর সব ছার, তুমি মাত্র সার,
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, সৃজন, সংহার,
যত ঘটনার তুমি মূলাধার,
চিরদিন যেন হৃদয়ে রাখি।

তাই ডাকি মা গো! মায়ার বন্ধন—
ঘুচাইয়া, দাসে কর সচেতন,
সুখে দুখে যেন দেখি ও চরণ,
অধম সন্তানে দিও না ফাঁকি। ২৩

হেন ভাঙ্গা ঠাট মা গো! রাখিয়াছ কি কারণ?
অকর্ম্মণ্য বুড়াদের জগতে কি প্রয়োজন?
দেহখানা জরা-জীর্ণ, মন-বুদ্ধি ভ্রমাকীর্ণ,
জড়প্রায় মাংসপিণ্ড, শিথিল ইন্দ্রিয়গণ।
নাহি হয় জীববৃদ্ধি, কিবা ইষ্ট হয় সিদ্ধি?
শুধু করে অন্নধ্বংস বেঁচে থাকে যতক্ষণ।
শক্তিহীন পরবশ, প্রাণে মাখা তিক্ত রস,
নগণ্য, জঘন্য, ঘৃণ্য, নিজে নিজে জ্বালাতন।
আর নাহি সহা যায়, টেনে নে মা তোর পায়,
অনন্ত শান্তির ঘুমে মুদি এবে দুনয়ন। ২৪

ধনি! তুমি ভাব কি কখন্,
দরিদ্রেরা হাহাকার করে কি কারণ?

জীর্ণবাস, শীর্ণকায়, উদরান্ন মেলা দায়,
সমাজের নিম্নতলে পশুর মতন।
তোমার ভোজন তরে, উপাদেয় থরে থরে,
চর্ব্ব, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, নানা আয়োজন।

কিছু খাও, কিছু গেল, কত না ছড়ায়ে ফেল,
ভরা-পেটে নাহি লাগে সুখাদ্য রন্ধন।
ও দিকে দেখ না চেয়ে, ছাতু, পান্তা ভাত খেয়ে—
অর্দ্ধাশনে কত লোক কাটায় জীবন।

হিম বর্ষা গ্রীষ্ম শীতে, তব তনু আচ্ছাদিতে,
চারুশিল্পে বহুমূল্য বসন-ভূষণ।
অঙ্গে বিনা আচ্ছাদন, রোগে মরে কত জন,
শুনেছ কি? নিজ চক্ষে করেছ দর্শন?

কুসুম-উদ্যান-মাঝে, উজ্জ্বল বিজলী-সাজে,
মর্ম্মরে নির্ম্মিত তব হর্ম্ম্য সুশোভন।
অভাগার ক্ষুদ্র কুঁড়ে, বায়ু বহে খড় উড়ে,
রৌদ্র শীত বৃষ্টি তায় না যায় বারণ।

মণি-মুক্তা রত্নভারে, সাজাইছ প্রমদারে,
বিলাস-ব্যসনে কত ব্যয় অগণন

ভেবেছ কি ক্ষণ তরে, কত হতভাগ্য নরে,
অশন বসন বিনা হারায় জীবন।
তুমি রাজা, জমিদার, এ কেমন ব্যবহার,
ভিক্ষুকের কপর্দ্দক করিছ শোষণ।
সমবেদনায় প্রাণে, কেন না করুণা আনে,
তবু তুমি ক্ষান্ত নও করিতে পীড়ন।
বোঝ না কি একি মতে, আসিয়াছ এ জগতে
একি রূপে হেথা হতে করিবে গমন।
সে যে তোর ভাই ভাই, তুমি কি তা শিখ নাই,
রোগে শোকে সুখে-দুখে তোমারি মতন।
বিভব পেয়েছ ব'লে, যেও না দরিদ্রে দ'লে,
বিষয়ের বিষপানে নেশায় মগন।
যাদের কঠোর শ্রমে, ফলপুষ্প-ধান্য-গমে,
ধরণীর বক্ষঃস্থল হয় সুশোভন—
চারু শিল্পকলা কাজে, প্রাসাদ মন্দির সাজে,
তাহারা ত হেয় ঘৃণ্য নহে কদাচন।
পেয়েছিলে যে সম্পৎ, দিতে হবে কৈফিয়ৎ,
সে কথাটা মনে যেন থাকে গো স্মরণ।
অন্ন দাও ক্ষুধাতুরে, স্নিগ্ধ জল পিপাসুরে,
রোগীরে ঔষধ-পথ্য, উলঙ্গে বসন।
তবে বুঝি সদাশয়, মহত্ত্বের পরিচয়—
আত্মত্যাগ মহাপুণ্য, সাধুর লক্ষণ। ২৫

অনন্তের কোলে যেতে চাই চ'লে,
জ্বালাতন বড় করেছে সংসার।
মিটিয়াছে সাধ, বিষয়ের ফাঁদ—
ভুগে ভুগে প্রাণ হলো ছারখার।

শিশুকাল হ'তে আশার নেশায়,
ছুটিতেছি সদা সুখ-পিপাসায়,
ধরি ধরি করি, কোথায় পলায়!
সুখ লোভে দুঃখ পাই অনিবার।

শৈশবে করিনু বিদ্যা আহরণ,
যৌবনে বিবাহ ধন উপার্জ্জন,
বার্দ্ধক্যে এখনো যশ অন্বেষণ,
পাছু পাছু ছুটে মরি দুরাশার। ২৬

যদি মা! দিবে না দেখা, আশা দাও কি কারণ?
এ আকাঙ্ক্ষা কেন প্রাণে, কেন মন উচাটন?
তোমারে পাইবার তরে, কত দেশে কত নরে,
জপ, তপ, যাগ-যজ্ঞ, করে তীর্থ পর্য্যটন।
কত ব্রত উপবাস, পাবে তোরে অভিলাষ,
যে যা বুঝে, সাধ্যমত করে সবে আচরণ।
ভোগ-ভাগ্য-কামনায়, কেহ বা ঐহিক চায়,
কারো বাঞ্ছা তব পদে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ।

সতত সর্ব্বত্র রও, ইন্দ্রিয়ে গোচর নও,
মানুষের জ্ঞানাতীত, নাহি পায় বাক্য-মন।
বিজ্ঞান দর্শন অন্ধ, শাস্ত্র মূক সীমাবদ্ধ,
অনন্ত অচিন্ত্য ভাব নাহি হয় নিরূপণ।
লোক-জ্ঞান-গম্য নয়, তবু কেন এ হৃদয়—
পাবো পাবো পাবো ব'লে সদা করে অন্বেষণ ?
পাবো না তা জানি ভাল, সুখে দুঃখে চিরকাল,
সদা যেন থাকে প্রাণ তব পদে নিমগন। ২৭

ভাবিলে বিধাতা তব সৃষ্টির কৌশল,
ভক্তিতে বিভোর হই, বিস্ময়ে বিহ্বল।
মজিয়া প্রেমের টানে, মাতিয়া কামের বাণে,
প্রবেশে জরায়ুমাঝে জীবাণু সকল।
জননী-শোণিত ল'য়ে, তিলে তিলে পুষ্ট হয়ে,
দিনে দিনে বাড়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল।
কোথা হ'তে আসে প্রাণ, নাহি শক্তি নাহি জ্ঞান,
মাংসপিণ্ডাকার ভ্রূণে চৈতন্য কেবল।
ভবিষ্য পোষণ তরে, রক্ত দুগ্ধ-রূপ ধরে,
প্রয়োজনমত হয় প্রত্যহ প্রবল।
সে দুধেতে অন্য আর, নাহি কারো উপকার,
শিশুর পুষ্টির তাহা অনন্য সম্বল।

কাল পূর্ণ হলে পরে, থাকে না তো সে জঠরে,
বাহিরে আসিয়া দেখে এই ভূমণ্ডল।
সেই মাতৃস্তন্য তার, কেবলি হয় আহার,
ক্রমে ক্রমে বাড়ে যত খায় অন্ন-জল।
যত জন্মে শক্তি জ্ঞান, অহংকারে মাতে প্রাণ,
সদসৎ বৃত্তি সঙ্গে পায় তার ফল।
তুমি আমি সবে হায়! আসি ভবে এ প্রথায়,
অনন্ত পর্য্যায় গাঁথা স্থষ্টির শৃঙ্খলে।
আপন সন্ততি রেখে, চ'লে যায় হেথা থেকে,
জীব হতে জীব-স্রোত বহে অনর্গল।
যে করেছে হেন স্থষ্টি, তাঁর পদে রেখো দৃষ্টি,
কায় মনে ভক্তিভরে থাকিও নিশ্চল। ২৮

লীলাময়ি জননি! আমার,
লীলায় স্থজন তোর মা, লীলায় সংহার।

মানুষের তুচ্ছ জ্ঞান, কি করিবে পরিমাণ,
যেটা দেখি, সেটা বুঝি অতি চমৎকার।
কাননে কুসুম ফুটে, পবনে সৌরভ ছুটে,
বিচিত্র পতঙ্গ কত, লোভে ধায় তার।
এক ফুলে মধু খায়, পরাগ মাখিয়া গায়,
অন্য ফুলে গিয়া করে গর্ভের সঞ্চার।

পাপ্‌ড়িগুলি পড়ে ঝরে, ফুল হতে ফল ধরে,
ফলমাঝে জন্মে বীজ বংশের বিস্তার।
পশু পক্ষী নর যত, নিজ প্রয়োজনমত,
দেশ-দেশান্তরে লয়ে করে ব্যবহার। ২৯

অনন্ত নিদ্রায়, শ্মশান-শয্যায়,
কত দিনে মা গো মুদিব নয়ন ?
এ ঘোর মায়ার, কঠোর সংসার,
করিতেছে মোরে মহা জ্বালাতন।
যাহাদের লাগি, খাটি দিন-রাত,
শ্রমজলে ভাসি, করি প্রাণপাত,
তারাই মরমে, করে মা আঘাত,
ভুগে জরজর, হোলো এ জীবন।
আপনার ক্ষতি করিয়া স্বীকার,
করেছি যাদের শত উপকার,
শত্রুতা সাধিয়া, প্রতিশোধ তার,
প্রেমের বন্ধন করিছে ছেদন।
স্বার্থ-লালসায়, সুখ-পিপাসায়,
আত্মম্ভরী জীব, ধায় অন্ধপ্রায়,
প্রেম প্রীতি নাই, ভ্রাতায় ভ্রাতায়
জীবন-সংঘর্ষ এ কি রে ভীষণ !

তাই ডাকি মা গো ! দীনে দয়া ক'রে.
শান্তিময় কোলে নে গো মা সত্বরে,
খেলা সাঙ্গ ক'রে, ফিরে যাই ঘরে,
বিস্মৃতির গর্ভে দিয়া বিসর্জ্জন। ৩০

বেচা-কেনা সাঙ্গ ক'রে, এ ঘোর ভবের হাটে,
সাঁজের বেলা ছেড়ে খেলা, ব'সে আছি খেয়া-ঘাটে।

ঘুরে ঘুরে সারাদিন, দেহখানা হোলো ক্ষীণ,
পাপে প্রাণ জরজর, পরিতাপে বুক ফাটে।
কাঞ্চনের বিনিময়ে, ঠকিলাম কাচ লয়ে,
সোলা লোভে ভোলা হয়ে, বেচিনু চন্দনকাঠে।
রিপুবশে মত্ত মন, হারাইয়ে নিত্যধন,
সুনীতির পথ ছেড়ে, ঘুরিনু মরুর মাঠে।
পারের সম্বল নাই, খেদে কেঁদে মরি তাই,
তোমার করুণা বিনা কিসে তরি এ বিভ্রাটে ? ৩১

তোরি মায়া-বশে, এ বৃদ্ধ বয়সে,
খেটে মরি মা গো ! প্রাণান্ত করিয়া।
রক্ত উঠে মুখে, ব্যথা ধরে বুকে,
ধনাশায় তবু ধাই গো ছুটিয়া।

নিশিদিন আর কোন চিন্তা নাই,
টাকা কিসে পাই, খুঁজে মরি তাই,
সদসৎ পথ দেখিতে না চাই,
বিষয়-নেশায় বিভোর হইয়া।

এত কষ্টে যাহা করেছি
পরিণাম তার ভেবে ভয় হয়,
সুরা কি বেশ্যায় কোর্ব্বে অপচয়,
পুত্র কিম্বা পৌত্রে বিলাসে মজিয়া।

হয় তো পরেতে এ ধনের লাগি,
ভায়ে ভায়ে কতো কর্ব্বে রাগারাগি,
উকিল কৌন্‌সেল্‌ হবে অংশভাগী,
আদালতে শ্রাদ্ধ যাবে গড়াইয়া।

পুত্র-পৌত্রদের মঙ্গল কারণ,
কত ভ্রান্ত পিতা রেখে যায় ধন,
বিগর্হিত পথে কুলাঙ্গারগণ
ছিনিমিনি খেলে দেয় উড়াইয়া।

শীল, সিংহ, কিম্বা বিশ্বাস, সরকার,
অর্জ্জন করিল যে ধনভাণ্ডার,
ভেবে যবে দেখি পরিণাম তার,
ধন-মদ মা গো দেয় ঘুচাইয়া।

ধন বিনিময়ে মিলে পুণ্য পাপ,
কেহ আশীর্ব্বাদ, কেহ অভিশাপ,
কারো সুখ শান্তি, কারো অনুতাপ,
সুপথে কিম্বা বিপথে চলিয়া।

সকল সময় টাকা বন্ধু নয়,
অহংকার দম্ভ মোহের আলয়,
তথাপি বোঝে না এ পোড়া হৃদয়,
মায়া-মৃগ লোভে অশান্তি আনিয়া।

স্বদেশ স্বজাতি দরিদ্রের হিতে,
হাত তুলে তবু পারি না ত দিতে,
এ কি ঘোর মায়া, দিয়াছ মা চিতে,
বিবেক তিতিক্ষা গিয়াছি ভুলিয়া।

দাও নিভাইয়া ঘোর দাবানল,
ঢেলে দে মা প্রাণে সুধা-শান্তিজল,
গোলোকধাঁধায় হয়েছি বিহ্বল,
কোলে তুলে নে মা মলা মুছাইয়া। ৩২

আয় মৃত্যু! করি আলিঙ্গন,
এ বয়সে বন্ধু নাই তোমার মতন।
দীর্ঘ পথে পরিশ্রান্ত, জীবন-সমরে ক্লান্ত,
জরা-জীর্ণ দেহখানা তিক্ত এ জীবন।

শিথিল ইন্দ্রিয়চয়, কেহ কার্য্যক্ষম নয়,
জঠর, চরণ, কর, শ্রবণ, নয়ন।
স্তিমিত প্রদীপপ্রায়, দশা বসা নাহি তায়,
স্মৃতি, বুদ্ধি, শক্তিহারা, বিলুপ্ত কিরণ।
ভাগবত-শ্রীচরণ, অনুরক্ত নহে মন,
বিকৃত বিষয়-বিষে বিফলে মগন।
থাকিয়া ধরার মাঝ, সাধিব বা কোন কাজ ?
মিছে মাংসপিণ্ড কেন করিব বহন।
আয় মৃত্যু ডাকি তাই, এখন ঘুমাতে চাই,
অনন্ত বিস্মৃতি-কোলে করিয়া শয়ন। ৩৩

প্রেম-গীতি

জানি আমি পাব নাকো তায়,
তবু কেন মিছে মন তারি পানে ধায় ?
সেই মুখ, সেই হাসি, সে অতুল রূপরাশি,
জড়ায়ে রেখেছে যেন প্রেমের লতায়।
এতো যদি দুখ পাই, তবু কি ভুলিতে চাই ?
ভুল্‌বো বলে মনে হলে, উঠে হায় ! হায় !
তার স্মৃতিটুকু লয়ে, সুখ-দুঃখে এক হয়ে,
হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে নিয়ত খেলায়।
যদি আমি নাহি পাই, তবু আমি সদা চাই,
সে যেন সুখেতে থাকে, থাকুক যথায়। ৩৪

(ওই) মন-চোরা, মাথা-ঘোরা, হাসি কোথা পেলে ?
নেশায় করেছ ভোর ও মদিরা ঢেলে।

যত পাই তত খাই, যত খাই তত চাই,
আগুন দ্বিগুণ জ্বলে দিলে ঘৃত ফেলে।
বিলোল কটাক্ষ তায়, করেছে উন্মাদপ্রায়,
যেও না লো রসবতি ! দাসে পায়ে ঠেলে। ৩৫

আমার সদাই জাগে মনে (জীবন-সঙ্গিনী লো !)
যে নিশিতে প্রাণে প্রাণে গাঁথিনু দুজনে।

সুমঙ্গল ছাঁদনাতলায়, প্রথম দেখা তোমায় আমায়,
একটুখানি টুক্‌টুকে মুখ, সলাজ লোচনে।

রাঙা অঙ্গে রাঙা চেলি, যত সব এয়ো মেলি,
হুলু দিয়ে শিখাইল, বর বড় না কনে।

সময় পেয়ে নাপ্‌তে বেটা, যুড়ে দিলে গালির ঘটা,
মালা-বদল, ছাউনি-নাড়া, গোপনে গোপনে।

সভা-মাঝে ধরি হাতে, সিন্দূর পরাণু মাথে,
মন্ত্রপাঠ, অগ্নি সাক্ষী, ঘোম্‌টা চাঁদবদনে।

কড়ি খেল্‌তে গেছি হেরে, কানমলা কোমল করে,
কত হাসি, কত ঠাট্টা, বসিয়া ভোজনে।

বাসর-ঘরের কথা, শ্যালীদের রসিকতা,
সে যামিনী গেল যেন, অপ্‌সরা-কাননে।
কত কথা গেছি ভুলে, যতনে রেখেছি তুলে,
স্মৃতির সোনার কৌটা কিশোর জীবনে। ৩৬

চাঁচর চিকুর, অধর মধুর,
নিটোল ললাটখানি।
নীলাভ চঞ্চল, লোচন-যুগল,
লোহিত কপোল পাণি।
আকর্ণ-সংগতা, বিলোল ভ্রূলতা,
মদন-কেতনখানি।
শিখর-দশনা, চকিত-হসনা,
অমিয় ঝরণা বাণী।
কমল-চরণা, বিমল-বরণা,
চাঁদের কিরণ ছানি।
এ প্রাণ, এ কায়, সঁপেছি তোমায়,
প্রেমের প্রতিমা জানি।
পরম যতনে, হৃদি-সিংহাসনে,
সাজায়ে রেখেছি রাণি।
যেও না নিদয়ে! দাসের হৃদয়ে—
কঠোর কুলিশ হানি॥ ৩৭

চারুশীলে! তোমায় আমায়—
সংসারের রঙ্গভূমে ক্রীড়া সাঙ্গপ্রায়।

তিন কুড়ি বর্ষ গত, ওলোট পালোট কত
সহিয়াছি, অবিরত বিনীত মাথায়।
সুখ-দুঃখে রাশি রাশি, কত কান্না কত হাসি,
স্মৃতি সদা সে কাহিনী হৃদয়ে জাগায়।
কত ছাত্র বাল্যকালে, পড়িতাম পাঠশালে,
কয়জন তাহাদের আছে এ ধরায়?
যৌবনের সঙ্গী যত, কীটদষ্ট বৃক্ষ মত,
অকালে মিলায়ে গেছে, কালের বাত্যায়।
বৃন্তচ্যুত পুষ্পপ্রায় তনয়-তনয়া হায়!
ক্রোড়শূন্য কোরে মরি! লুকাল কোথায়?
জনক-জননীদ্বয়, গিয়াছেন স্বর্গালয়,
বহে ঘটনার স্রোত, অনন্ত ধারায়।
বাকিমাত্র তুমি আমি, কে হইবে অগ্রগামী,
নিশিদিন ভাসি, দোঁহে সেই ভাবনায়।
নারীধর্ম্ম অনুরাগে, তুমি যেতে চাও আগে,
এবার আমার পালা, বর্ষ গণনায়।
যা আছে বিধির মনে, ঘটিবে অচির দিনে,
কি সাধ্য মানবশক্তি, লঙ্ঘিব তাহায়।

তুমি যাই অৰ্দ্ধ অঙ্গ, দুর্ভাগ্যের ভ্রুকুটিভঙ্গ,
সংসারের ঘোর তরঙ্গ এড়াই হেলায়।
কত উগ্র উৎশৃঙ্খল, প্রবৃত্তির তীব্রানল,
তব কোমলতা ঢালে অমৃতধারায়।
তোমারে বাসিয়া ভালো, হৃদয়ে জ্বেলেছি আলো,
উজলিত এ সংসার প্রেমের প্রভায়।
সহিষ্ণুতা স্বার্থত্যাগ, পরহিতে অনুরাগ,
পাপে ঘৃণা, পুণ্যে মতি, তোমারি শিক্ষায়।
গৃহধৰ্ম্মে সদাসক্তি, হরিপদে দৃঢ়া ভক্তি
চিরদিন তুমি মোর ধর্ম্মের সহায়। ৩৮

হাসি হাসি মুখে, কারে লয়ে বুকে,
দোলাইছ প্রিয়ে! বল না?
ও চাঁদ বদনে, সোহাগ চুম্বনে,
তিরপিত প্রাণ হ'ল না।

ওটি আমাদের গৃহ-কাননের,
নবীন মুকুল প্রেম-পাদপের,
বিধাতার দান, পুতলি স্নেহের,
সংসারের সার খেলনা।

ওরে লয়ে কোলে পুলকিত কায়,
বর্ষে যেন প্রাণে অমৃতধারায়,
আত্মহারা হই, স্বার্থ ঘুচে যায়,
ওরি সুখ সদা কামনা।

সত্য যুগ সম পবিত্র জীবন,
ভরা পেটে হাসি, ক্ষুধায় রোদন,
বিষয়ের বিষ ভোগেনি কখন,
শিখে নাই কোন ছলনা।

টেঁপো টেঁপো রাঙা গাল দুটি ফুলে,
খুদে খুদে ওই হাত দুটি তুলে,
ফোটা ফোটা কুঁড়ি ঠোঁট দুটি খুলে,
নীরবে কি বলে বোঝ না।

"তোমরা সবাই মম সম হায়!
মাংস-পিণ্ডাকারে এস এ ধরায়,
আপন রক্ষণে নিজে অসহায়,
দেহে মাত্র ছিল চেতনা।

পরম পিতার চরণ-দয়ায়,
আসি যাই সবে মায়ার খেলায়,
বিষয়ের মোহে মজিয়ে হেলায়,
তাঁর পদ কভু ভুলো না।

সুখ দুঃখে তোরা, আমারি মতন,
তাঁহারি চরণে করিও রোদন,
শান্তির স্তন্যেতে জুড়াবে জীবন,
করুণার নাই তুলনা।" ৩৯

ওই সরোবরে বিকচ নলিনী,
মনোলোভা নিজ শোভা, হেরে হাসে পাগলিনী।
কালো অঙ্গ ভৃঙ্গ কাছে, কভু গায়, কভু নাচে,
গুণ গুণ মধু যাচে, মাথা নাড়ে গরবিণী।
তোর প্রতি যার টান, কেন তার অপমান ?
দিবা হ'লে অবসান, কান্তি যাবে কমলিনী! ৪০

জীবনের দুই দিকে, দুই মহাস্থান—
একটি সূতিকাগার, অন্যটি শ্মশান।
মাঝে সুখদুঃখময়, জীবনের রঙ্গালয়,
প্রবেশ প্রথম পথে দ্বিতীয়ে প্রস্থান।
অঙ্ক ও গর্ভাঙ্ক কত, দৃশ্য তার নানামত,
প্রাসাদ, পর্ব্বত, নদী, মন্দির, উদ্যান।
কোন দৃশ্যে ভাঙা কুঁড়ে, বাতাসেতে খড় উড়ে,
কোথাও নির্জ্জন মাঠ মরুর সমান।

কোনটায় উচ্চ হাসি, আনন্দ-সাগরে ভাসি,
কোনটায় অশ্রুরাশি, শোক-দুঃখে ম্লান।
জীবনযাপন তরে, কত দ্বন্দ্ব ঘরে পরে,
কত ধর্ম্ম কত কর্ম্ম, কত অনুষ্ঠান।
যে জন পরের তরে, আত্মবিসর্জ্জন করে,
সেই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, সেই মহাপ্রাণ।
অভিনয় শেষ হ'লে, সে জন চলিয়া গেলে,
ধন্য ধন্য করে লোক, গায় কীর্ত্তিগান। ৪১

বিবিধ

দেখ ভাই! এ বড় কৌতুক,
মেষ-চর্ম্মে সমাবৃত কপট জম্বুক।
নানা শাস্ত্র-বিশারদ, রাজদ্বারে উচ্চপদ,
পেটেতে জিলাপির পেঁচ, মধুমাখা মুখ।
কৌটিল্যের অবতার, আসলখানা বোঝা ভার,
বচনে উদার বড়, স্বার্থে ভরা বুক।
মাথায় জড়ান সাম্‌লা, কৌশলে বাধান মামলা,
ধরি মাছ না ছুঁই পানি, পরদুঃখে সুখ।
লোক-দেখানে অবিরল, কুম্ভীরের অশ্রুজল,
অন্তরেতে দয়া-ধর্ম্ম নাহি একটুক।
সভ্যতার সুচিক্কণ, পরিচ্ছদ আবরণ,
সদরে তিলক মালা অন্দরে ঢুক্ ঢুক্।

হিপক্রিসি, ডুপ্লিমেসি, বুঝি তার মাসি পিসি,
বদ্‌মায়েসির লিষ্টি গাঁথা, যেন ব্ল্যাক বুক।
হারামের ছুরি পেটে, ফেরেব-ফন্দি গেঁটে গেঁটে,
পুকুর পাচার করেন দিয়ে দুটো ফুঁক। ৪২

অলক্ত-রঞ্জিত, নূপুর গুঞ্জিত,
রুণু রুণু নাদে, বাজে গোল মল।
অনন্ত সন্তাপভরা, এটা যে দুখের ধরা,
সাররত্ন প্রমদার চরণ-যুগল।
ভাঙ্‌ খেয়ে ভোলানাথ, ও চরণে কুঁপোকাত,
বিলুণ্ঠিত নীলকণ্ঠ, পাতি বক্ষঃস্থল।
সুচারু চন্দ্রিকা আঁকা, লুটায়ে ময়ূর পাখা,
শিরে ধরি শ্যামচাঁদ হলেন বিহ্বল।
কত শত মুনিবর, বিশ্বামিত্র পরাশর,
কঠোর তপস্যা ক'রে লভিল এ ফল।
না পাইয়া অন্য পথ, কত অজ দশরথ,
ধন, প্রাণ, রাজ্যসনে হয়েছে টল্‌মল্‌।
এণ্টনি উন্মাদ প্রাণ, জাহাঙ্গির সাজিহান,
হাবুডুবু খেয়ে কাবু গেল রসাতল।
আমি নর ক্ষুদ্র জ্ঞান, কিবা জানি স্তুতি-গান,
শাস্ত্র ইতিহাসে গাঁথা আছে সে সকল। ৪৩

গৃহিণীর চঞ্চল অঞ্চল,
বাক্যবীর বাঙ্গালীর সহায় সম্বল।

যখন আঁধার রেতে, বাহিরেতে হয় যেতে,
দুরু দুরু করে হিয়া, আতঙ্ক প্রবল।
ভূত প্রেত জুজু ভয়ে, সটান আড়ষ্ট হয়ে,
মুখেতে সরে না কথা, ধমনী শীতল।
বিছানা কি ঘর দ্বার, কর্ত্তে হয় পরিষ্কার,
তখন ও আঁচলখানি ভরসা কেবল।
সভায় বক্তৃতা দিয়ে, যখন ছেলের বিয়ে,
ঘটকের সঙ্গে বাধে মহা কোলাহল।
কপাটের আড়ে থেকে, মাথা নেড়ে কিম্বা হেঁকে,
তখন ও আঁচলখানি ভরসা কেবল।
পাইতে যাঁহার সাড়া, প্রতিবাসী ছাড়ে পাড়া,
হাত মুখ নথ নাড়া, ধরা রসাতল।
কত গুণ নাহি জানি, তাঁর সে আঁচলখানি,
চির-জয়যুক্ত হোক, সাধুক মঙ্গল। ৪৪

কিছুই ঠিক পাইনে দাদা!
তোলা-পাড়া যতই করি, ততই বাড়ে ধাঁধা
যে সৃজিল এ সংসার, সাকার কি নিরাকার?
কোথা আছেন? কোথা নাই? কালো কিম্বা সাদা?

চৈতন্য কি জড় শক্তি, রচিল সৃষ্টির পংক্তি ?
ভক্তি, জ্ঞান, কিম্বা কর্ম্ম, কিসে যায় সাধা ?
আগে আমি কোথা ছিলাম ? কোথা যাবো ? কেন এলাম ?
আত্মা দেহে কি সম্বন্ধ ? কেন মায়ায় বাঁধা ?
আমি কি পরম হংস ? * অমর কি হবো ধ্বংস ?
স্বর্গ নরক কোন্ লোকে ? কাদায় যায় কি কাদা ? †
অদৃষ্ট কি কর্ম্মফলে, কার বশে জীব চলে ?
সুখ লোভে দুখ মেলে, চোখ থাক্‌তে আঁধা।
শাস্ত্রে শাস্ত্রে মহাদ্বন্দ্ব, এ উহারে ভাবে অন্ধ,
যত মুনি তত মত, প্রভেদ গাদা গাদা। ৪৫

(চার্লস ম্যাকে লিখিত টিউবাল্‌কেন নামক কবিতার ছায়া অবলম্বনে)

(১)

ধরণীর বাল্যকালে, ছিল এক জন,
সুদৃঢ়-শরীর, বীর, নাম সুদর্শন।
ব্যবসায় কর্ম্মকার, মুদ্গর আঘাতে তার
ছুটিত স্ফুলিঙ্গ-মালা লোহিত-বরণ।
রবির উদয় অস্ত, জাঁতা সুর্ম্মি ল'য়ে ব্যস্ত
বাজিত উত্তপ্ত লৌহ, করি ঠন্ ঠন্।

* পরং অহং স,—আমি সেই পরম পুরুষ বা সোঽহং।
† Dust to dust

(২)

পরশু বল্লম আর, তীর তরবার,
অনলে তাতায়ে গড়ে, অতি তীক্ষ্ণ ধার,
আনন্দে সে গায় গান, "সাবাস্ সে বলবান্,
আমার এ অস্ত্রগুলা হাতে যাবে যার।
এ মেদিনী, ধন, ধান্য, বীরকীর্ত্তি মহামান্য,
সিংহাসন, রাজদণ্ড, পাবে অধিকার।"

(৩)

গর্জ্জিত অনল-পাশে বসিয়া যখন—
শাণিত ইস্পাতে অস্ত্র করিত গঠন,
কত লোক সেথা আসি, দেখিত আনন্দে ভাসি,
তাহার হাতের কাজ অতি সুচিক্কণ।
ধনুক সায়ক-যত, শূল, শেল, নানামত,
বাখানিত বলি কত উৎসাহ-বচন।

(৪)

"সাবাস তোমারে বলি ওহে সুদর্শন!
বাহবা এ অস্ত্রগুলা, সুদৃঢ় কেমন।
এ তোমার কি কৌশল, পাইলাম নব বল,
এখন আমারে আর আঁটে কোন্ জন?"
দলে দলে লোক আসি, লয়ে গেল অস্ত্ররাশি,
বিনিময়ে ধন রত্ন দিল অগণন

(৫)

কিন্তু হায়! দিবা নাহি হতে অবসান,
ব্যথিল তাহার চিত্ত, পর্য্যাকুল প্রাণ।
দেখিল সে সবিস্ময়ে, তাহারি আয়ুধ ল'য়ে
বেধে গেছে মারামারি দম্ভ অভিমান।
পরিহরি দয়া-ধর্ম্ম, বাধিল নির্ম্মম কর্ম্ম,
রুধিরে পঙ্কিলপ্রায় হোলো ধরাখান।

(৬)

তপ্ত রক্তে সিক্ত কর কত ভাই ভাই,
কাটা মুণ্ড ছড়াছড়ি, সংখ্যা তার নাই।
ম্রিয়মাণ শিল্পী তায়, "এ কি! পরিণাম হায়!
কি গঠিনু! কি সাজানু! কি শিখানু ছাই!
আমারি প্রমাদ তরে, এ বিবাদ ঘরে ঘরে,
জগতের পাপ-স্রোত বেড়ে গেল তাই"।

(৭)

সে অবধি কত দিন একা সুদর্শন,
গালে হাত দিয়া ব'সে ভাবে মনে মন।
অনুতপ্ত চিত্ত তার, ছোঁয় না হাতুড়ি আর
হাপোরে অনল-শিখা করে না জ্বালন।
কাজকর্ম্মে নাহি মন, সদা থাকে উচাটন
মরিচা ধরিছে লৌহে নাহিক যতন।

(৮)

ভেবে ভেবে অবশেষে কিছুদিন পরে,
প্রফুল্ল বদন তার কহে হর্ষভরে।
"এ কি মোর ভ্রান্ত দৃষ্টি ? ইস্‌পাত হয়নি সৃষ্টি,
শুধু মাত্র অস্ত্রপুঞ্জ গঠনের তরে।"
কৃষি-শিল্প যন্ত্র কত, বিরচিল নানামত,
সৃজিল লাঙ্গল ফলা সুনিপুণ করে।

(৯)

এ দিকে লোকেরা দেখে বিষময় ফল,
গলে গলে আলিঙ্গন ছাড়িয়া কোন্দল।
অসি বর্ম্ম দিল খুলে, নাগদন্তে রাখে তুলে,
সানন্দ অন্তরে আসি ধরিল লাঙ্গল।
জীবের মঙ্গল তরে, নানাবিধ শ্রম করে,
ফলে ফুলে সুশোভিত হ'লো ধরাতল।

(১০)

হরিষে গাহিল পুনঃ যত লোকজন,
"ধন্য তোর গুণপণা, ধন্য সুদর্শন।
তোর গুণে বসুমতী, হইয়াছে ফলবতী,
মানব-সমাজ আজ শান্তি-নিকেতন।
দুর্জ্জনের উৎপীড়নে, রক্ষিতে দুর্ব্বল জনে,
কাজে লাগিবেক অস্ত্র বিপদ যখন।"

স্মৃতির ছিন্ন পৃষ্ঠা

লেখকের বিবাহে একটি হর্ষ-বিষাদ-বিজড়িত ঘটনা-বৈচিত্র্য আছে, সেটি এই :—

[কলিকাতা হইতে ৭ মাইল উত্তরে কামারহাটী গ্রামে দুর্গাচরণ পিতুড়ির ঘাটের পার্শ্বে আমাদের একখানি ছোট-খাট পৈতৃক উদ্যান ছিল। তথায় ইষ্টকে গাঁথা বেদীর উপর প্রপিতামহীর প্রতিষ্ঠিত বিশালকায় অশ্বত্থ ও বটগাছ আছে ও একটি ছোট-খাট রাসমঞ্চ ছিল। আমার পূর্ব্বপুরুষগণের আমলে কুলদেবতা ৺রাধাকান্ত জিউকে কলিকাতা হইতে তথায় লইয়া যাইয়া সমারোহে রাসযাত্রা উৎসব হইত, লোকে সেই জন্য ইহাকে 'কলাবাগানের রাস' বলিত। আমরা বাল্যকালে সময়ে সময়ে তথায় যাইয়া বাস করিতাম। আমার যখন বয়স ২০ বৎসর, তখন আমার পরম স্নেহময়ী পিতামহী ভীষণ গ্রহণী-রোগে আক্রান্ত হন। স্বর্গীয় খ্যাতনামা কবিরাজ রমানাথ সেন মহাশয়ের উপদেশে সেই বাগানে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বায়ু ও স্থান-পরিবর্ত্তনের জন্য রাখা হয়। গঙ্গাতীরে থাকিয়া তাঁহার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। বৈশাখ মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া তিনি প্রায় নীরোগ হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার অতিপ্রিয় জ্যেষ্ঠ পৌত্র, তিনি আমার বিবাহের জন্য পূর্ব্বে একটি পাত্রী স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। অগ্রহায়ণ মাস পড়িলে পর তিনি আমার পিতা ও কাকা মহাশয়দিগকে আমার বিবাহ দিবার জন্য অতিশয় জেদ করিতে লাগিলেন। পুত্রদ্বয় মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া বিবাহের আয়োজন

করিতে লাগিলেন ; কিন্তু দুর্দ্দৈবের কথা বলিব কি, কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার রোগ পুনরায় প্রবল হইতে লাগিল, অবিবাহিতান্নের দিন ব্যাধিটা সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, ও বিবাহের দিন নাড়ী ছাড়িয়া গেল। কিন্তু তথাপি তাঁর জ্ঞানের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই, অথবা বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি সাহস দিয়া আমার পিতা ও কাকা মহাশয়কে বলিলেন, "যাও বাছা, আজ রাত্রে বিবাহ দিয়া বর-বধূ লইয়া আসিয়া আমাকে দেখাও।" তাঁহার আদেশমত সেই রাত্রেই আমি বিবাহ করিয়া বধূ সমেত বাটী আসিয়া তাঁহার চরণধূলি লইলাম ; তিনি আমাদের উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া আমাকে বলিলেন, "দেখ্ ভাই, তুই আর কাঁদছিস কেন ? আমি ত আমার বদল দিয়া গেলাম" এবং নব বধূকে বলিলেন, "দেখ দিদি, আমার এই ছোট ভাইটি একটু খ্যাপা পারা, যদি তোমার সহিত ঝগড়া করে ত রাগ করিও না" এবং আমার পিতা ও কাকা মহাশয়দিগকে বলিলেন, "তোমাদিগকে এই নূতন মা দিয়া গেলাম। আমি জানি, ইহার স্বভাব অতি শান্ত-শিষ্ট, ইহার গুণে তোমরা আমার অভাব অনুভব করিবে না," ইহা বলিয়া তিনি আমার নূতন বধূর যৌতুক-স্বরূপ যে পৈতৃক অলঙ্কার রাখিয়াছিলেন, তাহা কাকা মহাশয়কে পরাইয়া দিতে বলিলেন, তাঁহার আদেশ পালিত হইল। তখন তিনি সকলকে বলিলেন, "আর কেন, আমার মনের সাধ পূর্ণ হইয়াছে, এইবার আমায় গঙ্গায় লইয়া চল।" তখন রাত্রি ২টা। তাঁহাকে নীচে নামান হইলে, তিনি আকাশের তারা দেখিয়া আবার বলিলেন, "না না, এখনও রাত্রি আছে, শীতে ছেলেদের ব্যামো হইতে পারে, আমাকে ঠাকুর-দালানে রাখিয়া তোমরা

বাসি বিবাহের উদ্যোগ কর, অশৌচ হইলে এক মাস মাছ খাইতে পারিবে না, ভাল করিয়া সকলকে কল্য মাছ-ভাত খাওয়াও, আর কুলদেবতা ৺রাধাকান্ত ও পাড়ার ৺তারাসুন্দরী দেবীর ভোগ দিয়া আমাকে প্রসাদ আনিয়া দাও। তাহার পর, আমাকে তীরস্থ করিও।"

পরদিন তাঁহার আদেশমত সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, বেলা তিনটার সময় তাঁহাকে তীরস্থ করা হয়, সমস্ত রাত তিনি সংকীর্ত্তন শুনিয়া ও নিজে নাম জপ করিতে করিতে সূর্য্যোদয়কালে অর্দ্ধগঙ্গাজলে শয়ন করিয়া অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন।

সাধারণ লোকে মৃত্যুর নামে ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়ে, কিন্তু সেই পুণ্যবতী কর্ম্মযোগিনী পিতামহী আমার, যেন এ বাড়ী হইতে ও বাড়ী যাইতেছেন, এইরূপ নিঃশঙ্কচিত্তে সংসারের সমস্ত সুবন্দোবস্ত করিয়া পরপারে চলিয়া গিয়াছেন। এই শোকানন্দ-বিজড়িত ঘটনাটি লেখকের মনে এত গভীর অঙ্কপাত করিয়াছে যে, সে ঘটনা স্মরণ করিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিত হইয়াছে।

(১)

এই সেই প্রাচীন উদ্যান,
শৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্র সুপবিত্র স্থান।
অতীত স্মৃতির সনে, কত কথা পড়ে মনে,
পিতুড়ী ঘাটের পার্শ্বে সংকীর্ণ শ্মশান।

(২)

ভাগীরথী পশ্চিমে বহিছে।
আজও যেন কলনাদে কত কি কহিছে।
আচ্ছাদি উহার তট, যুগল অশ্বত্থ বট,
বড়মার * প্রতিষ্ঠিত বেদীতে শোভিছে।

(৩)

আজিও সেই আগেকার মত,
ফলপুষ্পে ভরা তরু রহেছে উন্নত ;
নারিকেল বেল আম, পেয়ারা গুবাক জাম,
রোপণ করিল যারা কালনিদ্রাগত।

(৪)

আজও যেন জাগিছে হৃদয়ে,
'কলা-বাগানের রাস' ক্ষীণ রেখা হয়ে ;
কান্তসহ রাধারাণী †, কুল-দেবতায় আনি,
আনন্দ উৎসব হোত শরৎসময়ে।

(৫)

সমুজ্জ্বল আলোকমালায়,
শোভিত প্রাচীর-কক্ষ পুষ্প-পতাকায় ;
দিবাভাগে অন্নদান, নিশাকালে যাত্রাগান,
দেখিবারে কত লোক আসিত নৌকায়।

* প্রপিতামহীর। † ৺রাধাকান্ত ঠাকুর।

(৬)

রাসমঞ্চ গিয়াছে ভাঙ্গিয়া,
কালের করাল দন্তে চর্ব্বিত হইয়া
বট-অশ্বত্থের গাছে, বেদী আজও গাঁথা আছে,
অতীত গৌরব সাক্ষী সম দাঁড়াইয়া।

(৭)

ওই বট অশ্বত্থের মূলে,
বাল্যজীবনের দিনে নানা ফুল তুলে ;
দীর্ঘ গ্রীষ্ম অবকাশে, বসি পিতামহী-পাশে,
খেলিতাম কত সুখে ভয় চিন্তা ভুলে।

(৮)

কলকণ্ঠে কোকিল পাপিয়া,
দিগন্ত প্লাবিত করি বেড়াত উড়িয়া,
তাহাদের ভঙ্গি ধ'রে, ডাকিতাম উচ্চ স্বরে,
সাধিতাম খাইবারে মিষ্টান্ন ভাঙ্গিয়া।

(৯)

কত তরী গঙ্গার উপরে,
কেহ দাঁড় টেনে যায়, কেহ পালভরে ;
নাবিকেরা বসি তায়, ফুল্লমনে গীত গায়,
আফিস-ফেরত কত বাবু যান ঘরে।

(১০)

জেলে মালা ক্ষুদ্র ডিঙ্গি লয়ে
গঙ্গায় ধরিত মাছ রৌদ্র-বৃষ্টি সয়ে,
বৎস সহ গাভী-দল, পান করি গঙ্গা জল,
শ্যামল পুলিনে তৃণ খায় হৃষ্ট হয়ে।

(১১)

ব'সে ওই ঘাটের সোপানে,
শুদ্ধ চিত্ত দ্বিজগণ মগ্ন বিভু-ধ্যানে ;
যজ্ঞসূত্র ধরি করে, সন্ধ্যার বন্দনা করে,
কেহ করে দেবার্চ্চনা শাস্ত্রের বিধানে।

(১২)

সদ্যস্নাতা পল্লীবধূদল,
মুক্তকেশ সিক্তবেশ লয়ে যায় জল ;
হাসি ভরে মৃদু স্বরে, কথা কয় পরস্পরে,
ঘোমটায় ঢাকা মুখ, লোচন চঞ্চল।

(১৩)

কোথাও বা মুখরা প্রাচীনা,
কলহে নিপুণা নাহি লজ্জা ভয় ঘৃণা ;
সঘনে কাঁপায়ে পাড়া, দিয়া যায় হাত নাড়া,
পরিপাক অন্ন নাহি হয় দ্বন্দ্ব বিনা।

(১৪)

সত্য যুগ ধন্য শিশুকাল,
জাতিধর্ম্ম ভেদাভেদ নাহিক জঞ্জাল।
নানা জাতি শিশু মেলি, একত্রে করিছে কেলি,
এক ঠাঁই ভাই ভাই ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল।

(১৫)

সুরধুনী-বক্ষেতে সাঁতার,
আপনারা দাঁড় টেনে নৌকায় বিহার ;
গাছে চ'ড়ে গেছি প'ড়ে, হাত পা গিয়াছে ছ'ড়ে,
কাঁচা পাকা ফল পেড়ে একত্রে আহার।

(১৬)

ঘোড়া ঘোড়া কপাটি কপাটি,
কত মত খেলিতাম, গুলি-ডাণ্ডা-লাঠি ;
লাটিম, লাটাই, ঘুড়ি, ব্যাট ধরি, বল ছুড়ি,
করিতাম কভু কুস্তি, অঙ্গে মাখি মাটি।

(১৭)

প্রভাতে পাখীর গানে উঠি,
দেখি নানা বর্ণ কত ফুল আছে ফুটি
বিচিত্র পতঙ্গগণ, করে তায় বিচরণ,
সকৌতুকে তাহাদের পাছু পাছু ছুটি।

(১৮)

বরিষায় কাল কাদম্বিনী,
ঘোর ঘটা অন্ধকারে ঢাকিত মেদিনী ;
ছুটিত উন্মত্ত ঝড়, বজ্র দন্তে কড় মড়,
মুসলের ধারে বৃষ্টি হাসিত দামিনী।

(১৯)

নিদাঘ-সন্তপ্ত তরুগণ,
কোমল শ্যামল শোভা প্রাবৃটে কেমন ;
নবীন পল্লব-ভরে, লতা আলিঙ্গন করে
লম্ফ ঝম্প ভেককুলে তর্জ্জন গর্জ্জন।

(২০)

অমাবস্যা আঁধার নিশায়,
ধীর শান্ত ভীমকান্ত মরি সুষমায়।
ঊর্দ্ধভাগে সমুজ্জ্বল, অগণিত তারাদল,
পরপারে ক্ষীণ রশ্মি আলোক নৌকায়।

(২১)

দীর্ঘদেহ দৈত্যের মতন,
তাল নারিকেলশ্রেণী অস্পষ্ট দর্শন ;
কোথাও বা সুচঞ্চল, অযুত জোনাকিদল,
জ্বলে, নিভে, বিটপীরে করি আচ্ছাদন।

(২২)

পূর্ণিমায় উজ্জ্বল যামিনী,
কৌমুদী মাখিয়া গায় বিভোরা মেদিনী ;
হীরকখচিত কায়, জাহ্নবী-লহরী ধায়,
শোভে যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি বিনোদিনী।

(২৩)

কখন বা শারদ সন্ধ্যায়,
দীপমালা সাজাইয়া কদলী-ভেলায় ;
ভাসায়ে দিতাম নীরে, করতালি দিয়া তীরে,
দেখিতাম খদ্যোতিকাশ্রেণী ভেসে যায়।

(২৪)

কিবা নীল নির্ম্মল আকাশ,
কি সুবাস পুষ্পশ্বাস, বিমুক্ত বাতাস ;
শাখা-পত্রে মরমর, ভাগীরথী তর-তর,
প্রকৃতির যাদুমন্ত্র করিত বিকাশ।

(২৫)

সন্ধ্যা নাহি হইতে বিগত,
করাল বিকট রবে ডাকে শিবা যত,
শুয়ে পিতামহী-কোলে, স্নেহমাখা মধু বোলে,
চোখ বুজে শুনিতাম উপকথা কত।

(২৬)

শুনিতাম শাস্ত্রের বারতা,
সুভদ্রা, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী কথা ;
রাম, লক্ষ্মণ আর দুর্য্যোধন দুরাচার,
অন্ধকের পুত্রশোক, চিন্তা পতিব্রতা।

(২৭)

শুনিতাম তীর্থের কাহিনী—
মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, বিন্ধ্য-নিবাসিনী ;
গয়া, জগন্নাথ-মঠ, প্রয়াগে অক্ষয় বট,
কাশীধামে আসি, গঙ্গা উত্তরবাহিনী।

(২৮)

ক্রীড়াশীল চঞ্চল জীবন,
পিতামহী-স্নেহ-অঙ্কে লালন-পালন।
সতত দুরন্ত অতি, বাণী-পদে নাহি মতি,
গুরুজন করিতেন কতই শাসন।

(২৯)

আধ নিদ্রা আধ জাগরণে,
শৈশব যাপিত, যেন সুখের স্বপনে ;
শুভ্র স্বচ্ছ লঘুকায়, শরতের মেঘপ্রায়,
চিন্তাহীন শ্রমহীন, তরুণ কিরণে।

(৩০)

কালস্রোতে আসিল যৌবন,
শৈশব চাঞ্চল্য ঘুচে, বিলাসে মগন ;
নব ভাবে নবনাট্য বেশভূষা পারিপাট্য,
জীবনের প্রথমাঙ্ক হোলো সমাপন।

(৩১)

হেনকালে বিধির লাঞ্ছনা,
কেমনে সে শোক-গাথা করিব বর্ণনা,
মর্ম্ম বিদলিত করে, গণ্ড বহি অশ্রু ঝরে,
যখনি মনেতে পড়ে সে ঘোর ঘটনা।

(৩২)

রোগাক্রান্তা ঠাকুর্মা আমার,
এ দেহ লালিত হোলো স্নেহ-অঙ্কে যাঁর ;
জনম অবধি তাঁর, অহোরাত্র কণ্ঠহার,
জননী অধিক স্নেহে সহিত আব্দার।

(৩৩)

প্রতিবাসী আত্মীয় স্বজন,
যাঁর গুণ ব্যাখ্যা-কালে সজল নয়ন ;
মধুভাষী মৃদু হাসি, হরি-পদে চিরদাসী,
আত্মপর, ভেদজ্ঞান, ছিল না কখন।

(৩৪)

কলিকাতা সহরে নিবাস,
বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ হইয়া হতাশ ;
এ কাননে আনি তাঁরে, আদেশিল রাখিবারে,
উপকারে যদি আসে জাহ্নবী-নিশ্বাস।

(৩৫)

নৌকা-যোগে আনিয়া হেথায়,
বাবা কাকা রাখিলেন পীড়িতা মাতায় ;
থাকিতাম কাছে কাছে, ত্রুটি কিছু হয় পাছে,
প্রাণপণে সেবিতাম প্রভাত-সন্ধ্যায়।

(৩৬)

মালাজপ, তুলসী-অর্চ্চনা,
নিত্যকৃত্য, নাম-গান, দেব-আরাধনা ;
করিবারে অন্যমন, পড়িতাম রামায়ণ,
পুণ্য ভাগবত-কথা ঢালিত সান্ত্বনা।

(৩৭)

বসাইয়া চৌকির উপরে—
কভু কক্ষে বারান্দায় ধরা-ধরি ক'রে ;
প্রভাতে নদীর কূলে, মধ্যাহ্নে অশ্বত্থ-মূলে,
নৌকায় শায়িতা কভু অস্ত-রবি-করে।

(৩৮)

রমানাথ ভিষক্-সত্তম,
বার্দ্ধক্যে গ্রহণী-রোগ ভীষণ বিক্রম ;
ছয় মাস চিকিৎসায়, নীরোগ করিল প্রায়,
শোথ, জ্বর, উপসর্গ কিছু উপশম।

(৩৯)

দুর্গোৎসব গিয়াছে চলিয়া,
কার্ত্তিকের হিমকণা পড়িছে ঝরিয়া ;
মন নাহি টিকে আর, আজ্ঞা হলো ঠাকুরমার,
আর কেন চল যাই বাটীতে ফিরিয়া।

(৪০)

পুত্রদ্বয় মাতৃ-আজ্ঞাকারী,
কোনমতে পারিল না রাখিতে নিবারি ;
কার্ত্তিক হইলে শেষ, ফিরিয়া এলাম দেশ,
বৃদ্ধার মনের কথা বুঝিতে না পারি

(৪১)

আজ্ঞা দিল ডাকিয়া পিতায়,
"এ জীবন অবসান হইবে ত্বরায় ;
ভেবে চিন্তে চারিদিক, পাত্রী রাখিয়াছি ঠিক
পৌত্র-বধূ আনি ঘরে দেখাও আমায়।"

(৪২)

নিনাদিল মঙ্গল-বাজনা,
গাত্রেতে হরিদ্রা দিল, পিঁড়িতে আলপনা ;
পরায়ে শ্রীখণ্ড বাস, হাতে সূতা অধিবাস,
আচম্বিতে সর্ব্বনাশ ! বিধি-বিড়ম্বনা !

(৪৩)

পূর্ব্ব-রাত্রে হইয়া প্রবল,
দ্বিগুণ ব্যাধির স্রোত বহে অনর্গল ;
মণি-বন্ধে নাহি নাড়ী, শ্বাস বুঝি যায় ছাড়ি,
বক্ষের স্পন্দন যেন হতেছে নিশ্চল।

(৪৪)

নাহি কিন্তু জ্ঞানের ব্যত্যয়,
পিতারে সাহস দিয়া পিতামহী কয়,
"যাও বাবা বিভা দিয়া, নববধূ আন গিয়া,
ততক্ষণ রবে প্রাণ কোরো নাক ভয়।"

(৪৫)

চলে বর বিষাদে মগন,
চক্ষে ধারা চিত্তহারা কলের মতন ;
প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তার, চিরারাধ্য দেবতার,
জনম মতন বুঝি হয় বিসর্জ্জন।

৪৬)

অদৃষ্টে এ কি পরিহাস !
একের উদয়ে কেন অন্যের বিনাশ ?
এক গ্রন্থি করি ছিন্ন, হৃদি-মর্ম্ম ক্ষত খিন্ন,
অন্য সূত্রে বাঁধি তায় আনন্দ উল্লাস।

(৪৭)

কিছু ভাল লাগে কি তখন ?
অর্দ্ধেক জীবন যার হতেছে পেষণ ;
মনে নাই কি প্রকারে, কোন্ মন্ত্রে কি আচারে,
নব বালিকার পাণি করিনু গ্রহণ।

(৪৮)

এই মাত্র আছে যে স্মরণ,
সেই রাত্রে বধূ সনে ফিরিনু ভবন ;
রাঙ্গা চেলি ঢাকা কায়, হাত ধ'রে লয়ে তায়,
মুমূর্ষুর পদপ্রান্তে করিনু লুণ্ঠন।

(৪৯)

কহিলেন করি আশীর্ব্বাদ,
"ঘর আলো, দেখ্ নাতি ! যেন সোনার চাঁদ ;
রাখিয়া যাই, আর কেন কাঁদ ভাই !
চিরজীবী হয়ে থাক, পূর্ণ মোর সাধ।"

(৫০)

"খ্যাপা পারা ভাইটি আমার,
যদি বোন্! কোনমত করে দুষ্টাচার ;
কখনো কোরো না রোষ, ধোরো না উহার দোষ,
আমার প্রতিভূ হয়ে চালাও সংসার।

(৫১)

"বর-কনে শয্যায় শোয়াও,
রাখিয়াছি অলঙ্কার পরাইয়া দাও ;
সাধ ছিল পূর্ণ হ'ল, গঙ্গায় লইয়া চল,
এনে দাও জপমালা, হরিনাম গাও।"

(৫২)

"না, না, না, এখনো রাতি আছে,
হিম প'ড়ে ছেলেদের ব্যামো হয় পাছে,
বাসি-বের আয়োজন, কর ডাকি লোকজন,
খাওয়াও কুটুম্বগণে আজ ভাত-মাছে।"

(৫৩)

সে রজনী প্রভাত হইল,
যথারীতি বাসি-বিভা আদি সমাপিল ;
ভোগ দিয়া রাধাকান্তে, প্রণমি চরণ-প্রান্তে,
সজ্ঞানে সায়াহ্নে তাঁরে তীরস্থ করিল।

(৫৪)

নাসিকায় তিলক শোভিত,
বাহুতে ললাটে কণ্ঠে হরিনামাঙ্কিত ;
মুখে মৃদু হরি নাম, বাহিরায় অবিরাম,
যোগমগ্না প্রায় নেত্র অর্দ্ধ-নিমীলিত।

(৫৫)

নির্ব্বিকার বদনমণ্ডল,
এত যে ব্যাধির ক্লেশ তথাপি অটল ;
ভবলীলা সাঙ্গ করি, মায়া-মোহ পরিহরি,
ছাড়িয়া যাবেন আজ পাপ-ধরাতল।

(৫৬)

হায় বিধি কি খেলা তোমার ?
অমৃতে গরল ঢাল, আলোকে আঁধার ;
হরিষে বিষাদ হেন, সংঘটন হয় কেন ?
দুর্ব্বোধ তোমার লীলা বুঝে ওঠা ভার।

(৫৭)

কোথা আজ বিবাহ-মঙ্গলে,
মুখরিত হবে গৃহ আনন্দ-কল্লোলে ;
তা না হয়ে আর্ত্তনাদে, আকুল সগোষ্ঠী কাঁদে,
চিতাধূমে সমাচ্ছন্ন দগ্ধ শোকানলে।

(৫৮)

সঙ্গে চলে আত্মীয় স্বজন,
চৌদিক বেষ্টিয়া গায় বৈষ্ণবের গণ ;
বাজে করতাল খোল, উচ্চনাদে হরিবোল,
দশমী-দিবসে যেন দেবী বিসর্জ্জন।

(৫৯)

এক নিশা করি গঙ্গাবাস,
ব্রহ্মার মুহূর্ত্তে যবে অরুণপ্রকাশ ;
শুদ্ধ গঙ্গাজল পান, কাঁপে ওষ্ঠ নাম-গান,
স্পন্দহীন কলেবর কণ্ঠাগত শ্বাস।

(৬০)

অর্দ্ধ-দেহ নিমগ্ন গঙ্গায়
পুণ্যবতীর প্রাণবায়ু অনন্তে মিশায়,
অগুরু চন্দন আনি, সে দেবী-প্রতিমাখানি,
সর্ব্বশুচি বৈশ্বানর দহিল চিতায়।

(৬১)

শোকাকুল তনয়-যুগল,
দাস-দাসী বধূ পৌত্র কাঁদিয়া বিহ্বল ;
কুটুম্ব বান্ধবগণ, সবে বিষাদিত-মন,
পরিচিত জন মাত্রে আঁখি ছল ছল।

(৬২)

মৃত্যু নামে লোকে করে ভয়,
তোমার জীবনে যেন সেটা কিছু নয় ;
ভবলীলা সাঙ্গ ক'রে, চলে গেলে লোকান্তরে,
নির্লিপ্ত প্রশান্ত চিত্তে স্থান-বিনিময়।

(৬৩)

সদানন্দ পর-উপকারে,
কর্ম্মযোগিনীর মত ছিলে এ সংসারে ;
বিগলিত স্নেহরসে, রোগশয্যা-পার্শ্বে ব'সে,
কত লোকে সিঞ্চিয়াছ অমৃতের ধারে।

(৬৪)

তব করে সুস্বাদু রন্ধন,
একবার যে খেয়েছে ভোলেনি কখন ;
পায়সাদি দূরে থাক, ভাজা, পোড়া, তুচ্ছ শাক,
রসনায় কত তৃপ্তি করিত বর্ষণ।

(৬৫)

গৃহকর্ম্মে কত গুণপনা,
রোগে শোকে সুখে দুঃখে নিষ্কাম সাধনা ;
করুণা দরিদ্র প্রতি, দেব-দ্বিজে ভক্তিমতী,
দত্ত-কুল-লক্ষ্মী ব'লে করিত ঘোষণা।

(৬৬)

যাও দিদি বৈকুণ্ঠ-ভবন,
যথা তব চিরারাধ্য লক্ষ্মী-নারায়ণ ;
রোগ নাই শোক নাই, চির-শান্তিময় ঠাঁই,
দ্বেষ-হিংসা-বিবর্জ্জিত আনন্দ-সদন।

(৬৭)

সেই ধাম নিত্য বৃন্দাবন,
নিত্য রাসলীলা করে প্রাণকৃষ্ণধন।
অদ্বৈত পতির সনে, মিল গিয়া সে ভবনে,
তব অপেক্ষায় আছে যাদবনন্দন।

(৬৮)

যত দিন রবে এ জীবন,
শ্রদ্ধা-পুষ্পদামে ঢালি ভক্তির চন্দন ;
যখন যে ভাবে থাকি, হৃদি-সিংহাসনে রাখি,
স্মৃতির মন্দিরে তব পূজিব চরণ।

(৬৯)

আজি আমি নিজে পিতামহ,
পৌত্র-পৌত্রীগণ প্রতি কত হয় স্নেহ ;
সে পবিত্র স্নেহ তব, করি প্রাণে অনুভব,
স্বর্গীয় অমিয়ধারা ঢালে অহরহ।

নাতি-নাতনী-ভুলান ছড়া

(১)

ঝম্-ঝমা-ঝম্ বাদ্যি বাজে।
বর এসেছে সভার মাঝে ॥
ছাঁদ্‌লা-তলায় দাঁড়িয়ে বর ;
আই মণ্ডলী তুই বরণ কর ॥
গলায় মালা, মাথায় টোপর।
হাতে যাঁতি, চেলির কাপড় ॥
বরকে মারে গুড় চাল।
নাপ্‌তে বেটা পাড়ে গাল ॥
বরণ-ডালা জলের ঝারা।
মালা-বদল, ছাউনি নাড়া ॥
কত এয়ো হোলো জড়।
বর বড় না ক'নে বড় ॥
হুলুর ধ্বনি শাঁখের সনে।
চার-চোখে চায় বর-ক'নে ॥
সভায় ব'সে কন্যা-দান।
সীঁথায় সিঁদুর ঘোমটা টান ॥
পুরুত করে মন্ত্র পাঠ।
আশীর্ব্বাদ করছে ভাট ॥

বরকে নিয়ে বাসর-ঘরে।
শালী-শালাজ ঠাট্টা করে ॥
কুটুম্বেরা ছাতে ব'সে।
লুচি-মণ্ডা খাচ্ছে ক'সে ॥

(২)

পুঁটির মানুষ পীঁড়ে পাত।
বামুন ঠাকুর দেবে ভাত ॥
শাক, সুক্তা, ভাজা, বড়ি।
ডাল, ঝোল, চচ্চড়ি ॥
পোলাও কালিয়া অম্বল পায়েস।
দই মোণ্ডা সন্দেশ ॥
হাত ধুয়ে পান খাই।
রাঁধুনীর গুণ গাই ॥

(৩)

চাঁপা ফুলে খোঁপা-চুলে, হীরার প্রজাপতি,
কানেতে পান্নার দুল, নাকে গজমতি ॥
সেলি গুল্‌বঁদ চাঁপকলি, গলায় সাতনড়ি।
তাবিজ বাজু তাগা আর, হাতে বালা চুড়ি ॥

কোমরেতে চন্দ্রহার করে ঝল্‌-মল্‌।
বডি আর শাড়ী গায়, পায়ে রূপার মল॥
আতর-গোলাপ গায়ে মেখে, আল্‌তা দিয়ে পায়।
নাত্‌নী আমার সোহাগ ক'রে শ্বশুর-বাড়ী যায়॥

ভ্রম-সংশোধন

লেখকের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্তপ্রায়। কাণে শুনিয়া অপরের সাহায্যে প্রুফ সংশোধন করিতে ১১ পৃষ্ঠায় ১০ লাইনের পরে 'গগনের তারা, চন্দ্রমা, তপন,' লাইনটি বসিবে।

হৃদয়-প্রতিধ্বনি

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত বিরচিত

মূল্য ৷৹ আট আনা।

উক্ত কাব্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ নাট্যাচার্য্য স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অনুগ্রহলিপি—

13, Bose para Lane.
Calcutta, 27th February, 1890.

My dear Poolin Babu

Myself and our mutual friend Babu Debendra Nath Mazumder, read together your Hridai Pratidhani, and spent a couple of pleasant hours over it. It is not a "School boy freak" as you modestly call it. The book is a book with something solid in it. I found in it much to "praise." Our friend Debendra Babu. I mean the brother of Late lamented Surendranath, the poet was also very deeply impressed as myself, with your fluent lines. They were all spontaneous flow of a poetic heart, and not couplets of syallable counting Rhymers. Within the compass of a letter I can not fully dilate on its merits although it would be a very agreeable task to do it. I could say a great deal. There is much to say on the chastity of the style and thought the soberness of melancholy pervading the work, the adoration of Nature, the rapture of Love, the Religious ecstasy and the

grateful tribute of respect to the departed Soul who watched on your tender years. All these I could dwell with pleasure but my space forbids and reluctantly close with a hearty thanks for your valuable present and your kindness towards me throughout.

Yours very sincerely
Girish Chandra Ghose.

কাব্যকণা সম্বন্ধে সমালোচনা।

কাব্যকণা (খণ্ডকাব্য)। শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত কর্তৃক বিরচিত, মূল্য আট আনা। ইহাতে পৌরাণিক, পারমার্থিক, রহস্য, প্রেম-গীতি ও নানা বিষয়ক দুই শত একত্রিশটি কবিতা ও গান আছে। পুলিন বাবু সাহিত্য-সমাজে নিতান্ত অপরিচিত নহেন। ইতি-পূর্ব্বে তাঁহার "হৃদয়-প্রতিধ্বনি" বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ভাবের মাধুর্য্য ও ভাষার চাতুর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। * * *

—সাপ্তাহিক বসুমতী, বৈশাখ, ১৩১৬।

কাব্য-কণা। কয়েকটি কবিতায় এ গ্রন্থ রচিত। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। এক একটি কবিতা এক একটি গান। সুর-স্বর দেওয়া নাই, তবে গায়ক মাত্রেই মনোনীত সুর-স্বরে গাহিতে পারেন। না গাহিলেও কবিতার মাধুর্য্যে মনমুগ্ধ হয়। অধিকাংশ গান কাব্যরস-মাধুর্য্যে মনোরম। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের গান। হাস্যরসোদ্রেকেও গ্রন্থকারের শক্তি আছে।

—বঙ্গবাসী, ৭ই ফাল্গুন, ১৩১৬।

কাব্য-কণা—শ্রীযুত পুলিনবিহারী দত্ত বিরচিত। মূল্য ৷৹ আনা, ১২২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুন্দর কাগজ, সুন্দর ছাপা। এই কবিতা-পুস্তকখানি প্রধানতঃ পাঁচ বিভাগে বিভক্ত—পৌরানিক, পারমার্থিক, রহস্য, প্রেমগীতি, নানা বিষয়ক। পুস্তকখানি আগাগোড়া পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইহাতে অন্ধ অনুকরণ-দোষ নাই। সরল স্বচ্ছন্দ গতিবিশিষ্ট ছন্দ। একটি কবিতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না।

—অর্চ্চনা, চৈত্র, ১৩১৭।

কাব্য-কণা। শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত কর্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত, মূল্য ৷৹। নানা বিষয়ক কবিতা-পুস্তক। সকলগুলি সুন্দর না হইলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মধ্যে মধ্যে এক একটি কবিতা অতি সুন্দর হইয়াছে।

—নব্যভারত, পৌষ, ১৩১৬।

"Kabya Kana."

This is a collection of verses in Bengali composed by Babu Pulin Behary Dutt. The subjects are varied, and the poet seems to have a peculiar knack of dealing with abstruse matter of Hindu religion and philosophy as gracefully as with the most frivolous topics. Altogether we are delighted with the little book.

The Bengalee

10. 3. 1910.

বৃন্দাবন-কথা

A Guide to Brindaban

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত, মূল্য ২॥৹ টাকা মাত্র।

এই পুস্তকে বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ দেবতা, সুরম্য মন্দির এবং তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামী, বল্লভাচার্য্য, মানসিংহ, জয়সিংহ, মীরাবাঈ, অহল্যাবাঈ প্রভৃতি ৪৬ খানি চিত্র ও মানচিত্র আছে। প্রিয়জনকে উপহার দিবার মত উৎকৃষ্ট আইভরি ফিনিস কাগজে পরিস্কার ছাপা, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা। এখানি শুধু বৃন্দাবনের নহে—স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাস। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কৌপীনমাত্র সম্বল বাঙ্গালী যাইয়া পাঠানগণ-বিধ্বস্ত প্রধান বৈষ্ণবতীর্থকে বিনা অস্ত্র-প্রয়োগে কেবলমাত্র ধর্ম্ম, ভক্তি ও চরিত্রবলে উদ্ধার করিয়াছিলেন—এখানি বাঙ্গালীর সেই অপূর্ব্ব গৌরব-কাহিনী—পবিত্রচেতা ভক্তগণের সুমধুর চরিতাখ্যানে পূর্ণ।

মাথুর কথা

(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলীভুক্ত)

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত বিরচিত

প্রকাশক শ্রীরামকমল সিংহ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

মূল্য সদস্য পক্ষে দুই টাকা, সাধারণ পক্ষে ২॥৹ টাকা

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত ভূমিকা-সমেত।

এই পুস্তকে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে মথুরার যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা বর্ণিত

হইয়াছে। তৎপরে জৈন মহাবীর ও নেমিনাথ, বুদ্ধ, অশোক, উপগুপ্ত, মিলিন্দ ও পুষ্পমিত্র প্রভৃতির জীবনী; কণিষ্ক, বশিষ্ক, হবিষ্ক ও বাসুদেব প্রভৃতি শক বা কুষাণ রাজগণের, চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান্, হিয়াহ্নসাঙ্ ও অন্যান্য চৈনিক পরিব্রাজকগণের বর্ণিত বিবরণ; চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি গুপ্ত সম্রাট্গণের, শ্রীহর্ষ, মিহিরভোজ রাজগণের ও মুসলমান যুগের বিবরণ; পরিশেষে বর্ত্তমান যুগের দেব-মন্দির, টিলা, ঘাট ইত্যাদির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

সমালোচনা

মাথুর-কথা:—মথুরা একাধারে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-স্মৃতি-বিমণ্ডিত প্রাচীন নগরী। মথুরার ইতিহাস জানিলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মজীবনীর একটা প্রয়োজনীয় অধ্যায়ের সহিত পরিচয় হয়। বেদে "মথুরা" নামটির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও যমুনার ও তাহার তীরবর্ত্তী জনপদের উল্লেখ আছে। রামায়ণের ইঙ্গিত স্পষ্টতর, মহাভারত ও নানাবিধ পুরাণের মধ্য দিয়া মথুরার চিত্রটি বেশ উজ্জ্বল বর্ণেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই মথুরা নগরে স্থাপত্য-শিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন অপরূপ সৌধরাজি ও দেব-মন্দির-শ্রেণী একাধিক-বার চূড়া উত্তোলন করে এবং প্রতিবারেই অত্যাচারীর হস্তে কলুষিত ও বিধ্বস্ত হয়। ভারতবাসীর গৌরবের তিলক ও কলঙ্কের ছাপ যেমন মথুরার ভালে অঙ্কিত, অন্যত্র সেরূপ নয়। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার প্রাচীন বয়সে এই প্রয়োজনীয় ও দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বিস্তর পরিশ্রম, গবেষণা ও বিচার করিয়া তিনি এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন।

ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা পুরাণ, প্রাচীন বিদেশী পর্য্যটক-গণের ভ্রমণকাহিনী, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের মধ্য দিয়া অতি দুর্গম ও জটিল পথ অতিক্রম করিয়া তিনি এই তীর্থ-পরিক্রমা শেষ করিয়াছেন। এই যে অপরূপ মাল্য-রচনা,—ইহাও কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। বঙ্গবাণীর কণ্ঠে এ রত্ন-হার অকলঙ্ক প্রভায় চিরদিন দোদুল্যমান থাকিবে।

গ্রন্থের শেষাংশে যে চিত্রাবলী দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়-সমূহ বুঝিবার সুবিধা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাষা সরল ও স্বচ্ছ।—বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪।

এই পুস্তকখানিতে গ্রন্থকারের প্রচুর পরিশ্রম, অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও বিন্যাস-কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকখানি চিত্রযুক্ত হওয়ায় পুস্তকটির গৌরব বাড়িয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।—"প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩৩।

গ্রন্থকার এই পুস্তক দুইখানি আমাদিগকে দিয়াছেন। পুস্তক বিক্রয়লব্ধ অর্থ আমাদিগের বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের দুঃস্থ-সাহিত্যিকগণের সাহায্য ভাণ্ডারের তহবিলে জমা হইবে। যাঁহারা এ পুস্তক ক্রয় করিবেন, তাঁহারা তো ঘরে বসিয়া বৃন্দাবন ও মথুরার প্রাচীন সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সচিত্র সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডারের পুষ্টি সাধন করিবেন।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-মন্দির।

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড. কলিকাতা।